জাগরণ

জাগরণ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র সুর—প্রণীত

চন্দননগর

২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ সাল।

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সুর, এম, এ ; বি, এল

চন্দননগর।

প্রিণ্টার :—

শ্রীবুদ্ধদেব রায়।

বাণী প্রিণ্টীং ওয়ার্কস,

চন্দননগর।

শ্রীশচন্দ্র সুর।

উৎসর্গ

প্রফুল্লসুন্দরী—

তুমি চলে গেছ ১৯২৯এর ১লা নভেম্বর, এ সংসার ভাসিয়ে—কোথায় গেছ জানি না। জানবার চেষ্টা মানুষে করে কিন্তু নিষ্ফল। তোমার স্মৃতিই আমার সম্বল। এই বইখানি তাই তোমার হাতে দিলাম। ইতি—

চন্দননগর,
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫।

শ্রীশচন্দ্র [illegible]

পাত্র পাত্রী

পুস্তকের অঙ্গেই তাহাদের পরিচয়—
অন্য পরিচয় বাহুল্য।

গ্রন্থকার।

জাগরণ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(বিবেকানন্দ রোডের উপর বাটী, ফুটপাথের পাশেই জ্যোৎস্নার ঘর চারিদিকে Furniture রাস্তার দিকে খড়খড়ি সব খোলা। ছায়া ও জ্যোৎস্না কথায় লিপ্ত ছিল।)

ছায়া। আমি ধারণাই করতে পারিনি যে তুমি I. Sc. নেবে।

জ্যোৎস্না। কারই বা ধারণা ছিল—রূপেণবাবু জোর ক'রে I. Sc. নেওয়ালেন।

ছায়া। তোমার স্বাধীন স্বত্তা নেই, জোর করে কি? আমাদের নারীজাতির এই যে স্বাধীনতার সংগ্রাম, এতে অপর sexএর জোর করার কথা আসেনা—shame! আমি I. Scর নিন্দা করছি না, আমাদের এখন Science নেওয়াই দরকার। Artএর ক্ষেত্র ত' আমাদের এক চেটে আছেই, এখন Scienceটা আমাদের অধিকার করা চাই। তবে কিনা কোন পুরুষের হুকুমে কাজ করতে পারিনা।

জ্যোৎস্না। ঐ দেখ, তুমিও ত' Scienceএর সুখ্যাত করলে। রূপেণবাবু ত' ঐ পরামর্শই দিয়েছেন। এতে দোষ কোনখানে ?

ছায়া। দোষ এই—তুমি যদি স্বাধীন ভাবে I. Sc. বেছে নিতে আমার কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু একটা পুরুষের কথায়, I. Sc. নিয়েছ, এটা কত দুর্ব্বলতার পরিচয়। Independent thinkingএর মূলে যে কুঠারাঘাত করেছ শুধু তা নয়, এটা পরাধীনতার পরাকাষ্ঠা। Fie.

জ্যোৎস্না। তুমি যে বড্ডই শুনিয়ে দিলে। সত্যি ! স্বীকার করছি দোষ হয়েছে।

ছায়া। That's all right. দোষ অঙ্কুরেই নষ্ট করতে হবে। এ আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। একদিকে পুরুষ, অপর দিকে আমরা। আমরা এতকাল দলিতা, পীড়িতা, স্ত্রীজাতি। পুরুষ যদি বলে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠে, আমরা বলব সূর্য্য পশ্চিমে উঠে। এতে সত্যের অপলাপ হয় হোক্—Nothing is unfair in love and war.

জ্যোৎস্না। অতটা ওদের তফাতে রেখে জগৎটা চল্‌বে ?

ছায়া। চালালেই চল্‌বে। বহু শতাব্দীর দাসত্বে নারীজাতি আজ সব হারিয়ে বসে আছে। লুপ্ত অধিকার উদ্ধার করতে হবে, যেমন করে হোক।

জ্যোৎস্না। তবে কী Artএর ক্ষেত্রটা পুরুষদের ছেড়ে দিয়ে আমরা শুধু Scienceএর ক্ষেত্রটা অধিকার ক'রব।

ছায়া। না! না! তা কেন? Art ও Science, দুটো ক্ষেত্র থেকেই ওদের তাড়াতে হবে। দেখ পুরুষ-কবি আমাদের সম্বন্ধে কত না মিথ্যা রটনা করেছে। তুলনা দিতে হলে লেখে—আমরা লতা ওরা উচ্চশির বৃক্ষ। আমাদের শরীরের প্রত্যেক স্থানটি, প্রত্যেক অঙ্গটি নিয়ে গদ্যে, পদ্যে, চিত্রে, কবিতায় কতরকম বিশ্রীভাব ও ভাষা প্রয়োগ করেছে। মনে কর—আমাদের বক্ষ, নিতম্ব, কটিদেশ, এসব নিয়ে চর্চ্চা করবার পুরুষের কী অধিকার আছে?

জ্যোৎস্না। তারা যদি এমনি করে কাব্যের পরিপুষ্টি করে, Artএর দিক দিয়েও ত' সেটা ভাবতে হবে।

ছায়া। Damn your কাব্য। অকাশ বর্ণনা কর, সমুদ্র বর্ণনা কর, পর্ব্বত, নদ, নদী, উপত্যকা, জড় জন্তু, তাদের কী রাইট্ আছে যে আমাদের permission না নিয়ে, কাব্যে বা চিত্রে আমাদের ছবি আঁকে? আমাদের এই যে দেহ এর copy right আছে, এতে all rights reserved. কালীদাস থেকে আরম্ভ ক'রে কি জয়দেব, কি বঙ্কিম, কি আজকালকার এসব যা তা পুরুষ লেখক যেখানে যেখানে নারীজাতির কোন অঙ্গের বর্ণনা করেছে সে সব গুলো expurgate করে দিতে হবে।

জ্যোৎস্না। তাহলে আমাদের মধ্যে এবার সব কাব্য লিখ্‌তে হবে, উপন্যাস লিখ্‌তে হবে ;

ছায়া। শুধু লেখা নয়, এতকাল আমাদের যেমন একটা effiminate ভাবে বর্ণনা করেছে, তেমনি এইটে বেশ স্মরণ করে ফুটিয়ে পুরুষকে “তণ্বী শ্যামা চকিত নয়না” গোচ্‌ বর্ণনা করতে হবে। কিছুদিন এই রকম বর্ণনা করলেই পুরুষ আপনা আপনি নমনীয়, কমনীয় হয়ে আস্‌বে—হ্যাঁ একটা কথা! বল্‌তে মাথা হেঁট হয়, এই যে তুটা কথা ব্রীড়া,—লজ্জা, যেখানে সেখানে “নারীণাং ভূষণং লজ্জা” এসব কুসংস্কার আগে তাড়াতে হবে। দেখছো ভাষা একটা জাতকে কতটা নষ্ট করে। পুরুষ এই ভাষা সৃষ্টি করে, আমাদের আজ এই তুর্দ্দশা! চাণক্য শ্লোকে “পথে নারী বিবর্জ্জিতা”। ওঃ! ইচ্ছে করছে পরশুরামের মত কুঠার নিয়ে পৃথিবী নিঃপুরুষ করি।

(মাণিকের জানালার বাহিরে দণ্ডায়মান)

মানিক। তাইরে, নাইরে, নাইরে না—কি? পুরুষ সব খুন করবে? কর বাবা আমি পুরুষ হাজির, কুড়ুল কেন? একখানা খুর হলেই হবে। অন্ততঃ চোখের আড়নয়ন, তাতেই খুন হয়ে যাবো।

(উভয়ে উঠিয়া)

ছায়া। বেয়ারা! দরোয়ান! এ মাতোয়ারাকো নিকাল দেও, গলাধাক্কি লাগাও, বেয়ারা——

মাণিক। বাবা সরকারী রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, কার সাধ্য তাড়ায়।

ছায়া। দরোয়ান—দরোয়ান—

মাণিক। বিবিজানেরা, আমাকেই দরোয়ান রাখনা—মাইনে চাইনা পেটভাতায়—

জ্যোৎস্না। দিদি, ও বেহেট মাতাল, জান্‌লা বন্ধ করে দাও।

মাণিক। ছিঃ ছিঃ জান্‌লা দেবে কি? একটা মাতালের ভয়ে—জান্‌লা দিলে কি করে স্বাধীনতার সংগ্রাম লড়বে। রাস্তায় বেরিয়ে পড় দেখি fight লড়ি। তোমরা দু'জনে একদিকে, আমি একলা আর একদিকে। দেখি, এস, লড়'।

ছায়া। সত্যি, জান্‌লা দেওয়ার চেয়ে আর অপমান নেই। জান্‌লা বন্ধ করলেই ত' হার স্বীকার করে নেওয়া হলো। তারচেয়ে মৃত্যু ভাল। জোৎস্না! ঝ্যাঁটা মেরে তাড়া ত'?

মাণিক। ঐত বিধুবদনী, সেই সাবেক সংস্কার যাবে কোথা? সেই ঝ্যাঁটার কথাই মনে এলো। কই বন্দুক, তলোয়ার, ধনুক নিয়ে আয়—অন্ততঃ ঢিল মার, লাঠি লাগাও, চাবুক লাগাও, Science পড়ছো Nitric acid ছিটিয়ে দাও,—এসব ত' মুখে এলোনা?

জ্যোৎস্না। আমার কাছে এক বোতল Sulphuric acid আছে। Laboratory থেকে এনেছিলাম্, আন্‌বো? দাওনা ওর গায়ে ঢেলে।

ছায়া। তাই আনো।

(জ্যোৎস্না বোতল আনিতে গেল)

ওঃ! কি আপদ, ছোটলোক মাতাল—জানো পাহারাওলা ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেবো?

মাণিক। থাক্‌না বিবিজান্ মুরোদ ত' দেখা গেল। পাহারাওলার সঙ্গে আমার মাস্‌কাবারী বাঁধা বন্দোবস্ত আছে। মাল্‌টা আস্‌টা খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ী ফিরি, ও পাহারাওলা ডেকে কিছু হবেনা।

ছায়া। কি বিপদ! ওঃ দেখ্‌ছি—আগে মদের দোকানগুলো সব তুলে দিতে হবে।

মাণিক। বিবিজান্? তাহলে কোম্পানীর রাজত্ব চল্‌বে কেমন করে? তবে তোমাদের যার যেমন বয়স, তার উপর যদি তেমন করে টেক্স বসে তাহলে আবগারীর আয়ের বদ্‌লী কোম্পানী ছুক্‌রির আয় পাবে।

(হটাৎ জানলার পাশে মাণিক লুকাইল)

ছায়া। (এদিক ওদিক দেখিয়া) যাক্ পাপ্ বোধহয় গেছে। কি ভয়ঙ্কর মাতালের পাল্লায় পড়েছিলুম্।

(জ্যোৎস্না বোতল লইয়া আসিল)

দাওতো বোতল।

জ্যোৎস্না। ভাই Sulphuric acidএর বোতল খুঁজে পেলুম না, তাড়াতাড়িতে কাকার আলমারী থেকে এই বোতলটা এনেছি, দেখ দিকি?

ছায়া। (দেখিয়া) এঃ কি? এযে Black & white whiskyর বোতল, থাক মাতালটা চলে গেছে, বাঁচা গেছে।

(মাণিক সব শ্রবণ করিতেছিল, সে whiskyর বোতল শুনিয়া আহ্লাদে মগ্ন হইয়া পুনরায় জানালার সাম্‌নে দাঁড়াইল)

মাণিক। চলে যাইনি বিবিজান, এই সশরীরে বর্ত্তমান।

ছায়া। (ত্রস্তে) সরে যা বদমাস্ নইলে এখুনি acid ছুঁড়ে পুড়িয়ে দেবো।

মাণিক। ওঃ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে বজ্র ছেড়না বাবা—বোতলটা ছুঁড়ে মার আমি টুপ করে লুফে নি। ধর্ম্ম যুদ্ধ করত রাজী আছি, হয় রাস্তায় বেরিয়ে এস না হয় অনুমতি কর তো ঘরে প্রবেশ করি। তারপর বাহু যুদ্ধ গদা যুদ্ধ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

(হাসির চোটে Constable আসিয়া উপস্থিত)

Constable। আরে কেয়া হাল্লা বাঁচায়রে?

মাণিক। এই যে জমাদার সাহেব? দেখনা, খাঁটী খেয়ে একটী আস্ত খাঁটীর বোতল কিনে সুড় সুড় করে আসছি, হঠাৎ পেচ্ছাপ্ পেয়ে গেল বলে জানালার উপর বোতলটী রেখে পেচ্ছাপ বসেছি বাবা আর দিদিঠাকুরণরা আমার বোতলটী সেই ফাঁকে তুলে নিয়ে রঙ্গ রহস্য কচ্ছেন—আমায় দিচ্ছেন না।

Constable। এত রায় সাহেবকা বাড়ী। বিবি সাব্, ও মাতালের বোতল ওকে দিয়ে দ্যান্, ওকে চলিয়া যাইতে দিন আপনারা ভদ্রলোক, মাতালের সাথে কেজিয়া করবেন না।

[মাণিক নমস্কার করিয়া জানালার ভিতর হাত বাড়াইয়া বোতলটী ছায়ার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল। Constable অন্য দিকে চলিয়া গেল।]

ছায়া। ওঃ! বেকুব বানিয়ে দিয়ে whiskyর বোতলটা নিয়ে চলে গেল। Oh! Shame, pordition. Hell.

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

[মাণিক বোতল বগলে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে]

গীত।

পথের ধারে জান্‌লা খোলা দিদিমণিরা।
পাড়্‌ছিলেন্ গাল শতমুখে, Go to hell পুরুষেরা ॥
মাতালস্য নানাভঙ্গি, দেখেননি ত চারুঅঙ্গি।
শেষে হলেন রণে ভঙ্গি, হয়ে হতবম্ভ দিশেহারা।
এত সোজা নয়কো পুরুষদমন, খোদার দেওয়া যার যে গড়ন।
এ মিছে শুধু নাচন কোঁদন্, বামন হয়ে চাঁদা ধরা।
সুখে থাক্‌তে ভূতে ধরা।

তৃতীয় দৃশ্য।

[রূপেন্দ্রের কক্ষ—রূপেন্দ্র Tableএর সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া। Tableএর উপর telephone receiver ; ছায়া একখানি sofaয় বসিয়া।]

রূপেন্দ্র। আপনি যে জ্যোৎস্নাকে সঙ্গে না নিয়ে একলা আমার এখানে দর্শন দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবার ভরসা করবেন এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

ছায়া। কেন আপনিত একটী top to toe gentleman ? আপনাকে আমার ভয় কি ?

রূপেন্দ্র। ভরসাই বা কি বলুন ? আপনি Englishএ M. A. জ্যোৎস্না বলে আপনি যার তার সঙ্গে কথাই ক'ন না। আমিত University কোন্ মুখো, তার খবরই রাখিনা।

ছায়া। কেন ? Universityর Degree টাই কি এত বড় নাকি ? আপনার general culture আছে।

রূপেন্দ্র। যাক্ বাঁচলেম্। আপনাকে দেখে আমি যেন কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেছলুম্। আপনার কথায় কতকটা ভরসা হ'ল।

(Telephone ring করিল, রূপেন্দ্র receiver লইয়া)

রূপেন্দ্র। Hallo; Hallo; yes. তা চার হাজার cheque একখানা দিতে পারি—হ্যাঁ, আসবেন্ দোব।

ছায়া। এই দেখুন্ না - Poet Tagore ওঁর কি degree আছে, কিন্তু উনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম দিতে পারেন।

রূপেন্দ্র। হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয় কেন? উনিত বিশ্বভারতীর জন্ম দিয়েছেন।

ছায়া। সেটা কোন্ অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে খাটো? যাহোক এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসে আপনার একা ভাল লাগে? Art এর চুম্বন Science আলিঙ্গন আপনার ভাল লাগেনা? Art, Science আপনার মত লোকের কাছেই তো Develop করবে।

রূপেন্দ্র। দেখুন—কথাতে বলে, মুলে মাগ নেই তার পুত্তুর শোক্। পেটে বিদ্যেই নেই—আপনার মত Art Scienceকে চুম্বন, আলিঙ্গন করবো কি করে?

ছায়া। আপনি বড় গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করলেন্ শুধু গ্রাম্য কেন প্রায় অশ্লীল। ঐ যে মূলে কি নেই, তার পুত্তুর শোক বল্লেন?

রূপেন্দ্র। (উচ্চ হাসিয়া) 'মাগ' বলেছি বলে?

ছায়া। স্ত্রী বল্লেইতো পার্তেন ও কথাটায় কেমন যেন আমাদের স্ত্রীজাতির গৌরবটা খর্ব্ব হয়ে যায় না?

রূপেন্দ্র। যায় না কি? আপনি কিছু মনে কর্ব্বেন না। যখন আপনারা পুরীতে Sea Beachএ বা Darjeelingএ

Mallএ বেড়াবেন তখন বলবো—দেখ! দেখ! কেমন বিদুষী, সুন্দরী নারী বেড়াচ্ছে। কিন্তু পুরীতে জগন্নাথের রথের ভিড়ে বল্‌বো কি মাগীর ভিড়! আপনাদের সঙ্গে কি গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের তুলনা হয়?

ছায়া। তাতো হয়ই না। তবে তাদেরও ক্রমে আমাদের পথে এনে আমাদের মতো গড়ে তুলতে হবে। নিরক্ষরতার তিমির ঘুচিয়ে তাদের জ্ঞানের দিব্যালোক দিতে হবে।

রূপেন্দ্র। ভালোই ত'। তাদের অন্ধকার ঘোচান্‌ না—তবে কি জানেন্‌ অন্ধকাব না থাক্‌লে আলোব কদর হয় না।

ছায়া। (মুখে রুমাল দিয়া হিঃ হিঃ ববে মৃদু হাসিলেন)

রূপেন্দ্র। আপনার—ত' কথাই নেই। আপনি M. A. Dazzling brilliant light

(Telephone Ring করিল)

Hallo, yes, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত্রি ৮ টার সময় কার্জ্জেন পার্কে দেখা হবে। Hallo, আচ্ছা।

ছায়া। আপনাকে এরকম ৩।৪ মিনিট অন্তর Telephone attend করতে হয়? আপনার ত' ভারী কষ্ট।

রূপেন্দ্র। তার জন্যে ভাবেবন না! এ অভ্যাস হয়ে গেছে। এক বিষয়কর্ম্মের call আছে। আর বে—থা করিনি বলে

অনেক জায়গায় পার্টিটা, নেমতন্ন, engagementটা থাকে। এই করেই যদ্দিন কাটানো যায়।

ছায়া। Tagoreএর সেই লাইন মনে পড়লো।

“মনে ভাবিলাম মোরে ভগবান রাখিবেনা মোহগর্ত্তে!
তাই লিখি'দিল বিশ্ব-নিখিল দু'বিঘার পরিবর্ত্তে”!

রূপেন্দ্র। আপনার এই বিশ্ব-নিখিল, আমারও এই বিশ্ব-নিখিল, এ নিখিল-বিশ্বে বন্ধু জিনিষটাই এক তৃপ্তি।

ছায়া। নিশ্চয় ক'জনের ভাগ্যে তা হয়।

রূপেন্দ্র। স্ত্রী পুরুষের বন্ধুত্বের সুযোগ হয় না বলেই ত' বাল্যে বিবাহটা তাড়া দিয়ে তুলে দেওয়া গেছে।

ছায়া। আমার একটা মিনতি, আপনি আমাদের এই নারীজাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিন। আপনার জ্ঞান আপনার অর্থ আমাদের এ Movement মাতিয়ে তুলবে।

রূপেন্দ্র। আমাদের পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকাই ভালো। Degree ডিগ্রী নেই—

ছায়া। আবার আপনার সেই এক কথা। কী করে Degreeতে? যে দিন জ্যোৎস্না আপনাকে আমার কাছে Introduce করে দেবে বল্লে—

(Telephone Ring করিল)

রূপেন্দ্র। Hallo, yes, (হাসিয়া) ওঃ তুমি—যাবো বইকি যাচ্ছি ১৫ মিনিটের মধ্যে—পৌঁছাবো।

ছায়া। আপনাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে? কাকে অত হেঁসে বল্লেন যে এখুনি যাচ্ছি? বিশেষ কোন Intimate বন্ধু বুঝি? পুরুষ না নারী?

রূপেন্দ্র। শেষে যা বল্লেন—তাই। তবে কিছু খারাপ ভাব্বেন না। আমাকে মাপ কর্ব্বেন। আজ বাধ্য হয়ে উঠতে হলো। (উঠিয়া) আপনার সঙ্গে কথা কয়ে বড়ই আনন্দ হচ্ছিলো। (ডাকিলেন) দরোয়ান—দরোয়ান—

[দরোয়ানের প্রবেশ।]

দরোয়ান। হুজুর!

রূপেন্দ্র। Driver কো গাড়ী লে আনে বোলো।

[দরোয়ানের প্রস্থান]

আপনি একটু বসুন আমি কাপড়টা ছেড়ে আসি। যদি দয়া করে আমার Carএ যান আমি আপনাকে নাবিয়ে দিয়ে যাবো।

ছায়া। থাক্—আপনার আবার পৌঁছুতে দেরী হবে।

রূপেন্দ্র। কিছুনা আপনি বসুন আমি আস্‌ছি।

[রূপেনের ভিতরে দ্রুত প্রস্থান]

ছায়া। (উঠিয়া স্বগত) এত টাকা, এত ঐশ্বর্য্য, এমন সুন্দর চেহারা, অবিবাহিত যুবা, অথচ খুব চাল, ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। যাই হোক কার বাড়ী যাচ্ছে একবার খবর নিতে হবে। আমাকে নামিয়ে দিলেই একখানা Taxi নিয়ে ওর পিছু নিতে হবে। কথা আর ভালো লাগ্‌লো না। Telephone ফেলেই কাপড় পরতে দৌড়লো। দেখতেই হবে।

[রূপেনের প্রবেশ]

রূপেন্দ্র। আসুন আমি তৈরি। আজ তাড়াতাড়িতে আপনাকে কিছু offer করতে পাল্লেম না। মাপ কর্ব্বেন।

[ফুলদান হইতে একটি গোলাপের কুড়ি লইয়া]

If you don't mind এই ফুলটি নিন্।

[ছায়ার ফুল গ্রহণ]

(নেপথ্যে দরোয়ান) হুজুর গাড়ী খাড়া হায়।

রূপেন্দ্র। (রূপেন ছায়ার প্রতি) আসুন—আসুন—

চতুর্থ দৃশ্য।

Mr. Royর বাটী

কক্ষ।

[প্রায় সন্ধ্যার সময়—আলো জ্বালা হইয়াছে।
Mr. Roy ও জ্যোৎস্না—]

Mr. Roy. আমি হঠাৎ বেরিয়ে যাচ্ছি—বিশেষ কাজ। জ্যোৎস্না আজ এখনি সেই পাত্রটী তোমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে যেটী Philosophyতে 1st. Class 1st. হয়েছে। ভাল করে কথাবার্ত্তা ক'য়ো; যদি সব পছন্দ হয়, ওই খানেই তোমার বিবাহ হবে।

জ্যোৎস্না। (চুপ করিয়া রহিল) Mr. Roy চলিয়া গেলেন। (জ্যোৎস্না Table Harmoniumএ বসিয়া গান গাহিতে লাগিল)

গীত

মনের কথাটি মন শুধু জানে বুকেরি আড়ালে লুকায়ে
যার হাতে চাবি, সেই যদি খোলে, কবাট যাইবে খুলিয়ে
নহিলে পোড়া মরমের ব্যথা, মরমের সাধ মরমের কথা
—কিবে গোপনে জনমের মত রুদ্ধ আবেগে কাঁপিয়ে।

(গান থামিলে অজিৎকুমারের প্রবেশ)

জ্যোৎস্না। আপনি পাত্র? বসুন্—

অজিৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ, (বসিলেন)

জ্যোৎস্না। আপনি এম্, এ, কিসে পাস্ করেছেন্?

অজিৎ। Philosophy

জ্যোৎস্না। 1st. Class?

অজিৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ, Positionও 1st.

জ্যোৎস্না। তা আপনি বিবাহ করে কি করবেন মনে করেছেন?

অজিৎ। চাকরী করবো, একটা Private Collegeএ Professorই পেয়েছি—

জ্যোৎস্না। কত মাহিনা পাবেন?

অজিৎ। উপস্থিত ১৫০ টাকা—

জ্যোৎস্না। আপনার কলকাতাতে ত বাড়ী নেই, তা একটা যাহোক ভদ্রভাবে থাক্‌তে গেলে ৬০৲ টাকার কম ভাড়ায় একখানা বাড়ী হবেনা—আর আমার নিজের কাপড় চোপড় Toilet যোগাতে ধরুণ মাসে ৪০৲ টাকা অন্যূন তাহলে—হোল—৬০+৪০=১০০। থাকে ৫০৲ টাকা তারপর আপনার পোষাক আছে তারপর যা থাক্‌বে তাতে আপনিই বা কি খাবেন—আমিই বা কি খাবো।

[অজিৎ মাথা হেঁট করিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল]

জ্যোৎস্না। ছেলেপুলে হওয়ার কথা ধরছিনা সে না হয় কিছুকাল বন্ধ রাখলেই চল্‌বে—কিন্তু আপনার ১৫০৲ টাকায় চল্‌বে কি করে, আপনিই বলুন্ না।

অজিৎ। (নিরুত্তর)

জ্যোৎস্না। তার চেয়ে দেখুন, ও বিয়ে করার Idea এখন ছেড়ে দিন্। যখন মাসে ৫০০৲ টাকা রোজগার করবেন আর অন্ততঃ ১০,০০০৲ টাকা হাতে জমাতে পারবেন, তখন ও Idea মাথায় আন্‌বেন। বিপদ আপদের জন্য কিছু পুঁজি হাতে থাকা দরকার—তবে আসুন—নমস্কার।

[অজিৎ উঠিয়া চোরের মত, নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন]

জ্যোৎস্না। (রূপেণকে Phone করিল)

[অজিৎ বাহির হইয়াই দেখে "মাণিক", সে তখন মাতাল নয়]

মাণিক। সান্ধ্য প্রণাম—

অজিৎ। নমস্কার, আমিতো আপনাকে চিন্‌তে পারছিনা—

মাণিক। ক্রমে চিন্তে পারবেন—দিদিমণিরা আপনার কে হন্ ?

অজিৎ। ওঁরা আপনার কে ?

মাণিক। আমার ওঁরা শত্রুও বলা যায়, আবার বন্ধুও বলা যায়। কাল দুইজনেই মারতে এসেছিলেন—শেষে এক বোতল—whisky বক্‌সিস্ বলুন আর প্রীতি-উপহারই বলুন এই অধমকে দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যা হলেই সেটুকু পান করবার ইচ্ছা আছে। তাই এখন থেকেই সেই মনের ফূর্ত্তি, তাই মহাশয়ের সঙ্গে যেচে আলাপ কচ্ছি -

অজিৎ। ছিঃ ছিঃ—তুমি মদ খাও, আর এই ভদ্র মহিলারা তোমাকে মদ দিয়েছে—মিথ্যাবাদী—

মাণিক। এক বর্ণও মিথ্যা নয়। মদ যে খাই সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই—আর ওঁদের বাড়ীর ১ বোতল whisky যে দিদিঠাকুরুণের হাত দিয়ে আমার হাতে এসেছে, এও ধ্রুব সত্য।

অজিৎ। আচ্ছা তুমিত' এদের চেনো দেখছি এই যে Mr. Royএর মেয়েটী, I. Sc. পড়ে, উটি বড় মুখরা নয়?

মাণিক। হাঁ বুঝেছি—ছোটদিদিমণি—উনি ভাল, ওঁর তবু দেবতা বামুনে, আমাদের যেমন এখনও একটু ভক্তি আছে তেমনি ওঁর পুরুষের উপর একটু যাহোক নেক-নজর আছে তবে ঐযে বড়দিদিমণিটি—বাপ্‌রে !! বলেন কিনা—পরশুরামের মত কুঠার নিয়ে পৃথিবীটা নিঃ'পুরুষ করবে—তখন হাতে কুড়ুল ছিল না কি ভাগ্যি—তানাহলে কাল রাত্রে আমাকে দুখণ্ড করে ফেল্‌তো। আমি কাল ঐ জানালার নীচে দাঁড়িয়ে দুই দিদিমণির সব কথা বার্ত্তা শুনেছি—

অজিৎ। তোমার বড়দিদিমণিটি কে?

মাণিক। সেটি বোধ করি এ বাড়ীর নয়, তবে আসা যাওয়া আছে—আর একটী সুন্দর ফুটফুটে ছোকরার প্রায় আসা যাওয়া আছে দেখি, মটর গাড়ী করে আসে গাড়ীর নম্বরও মুখস্থ হ'য়ে গেছে। আচ্ছা প্রভু,

আপনাকেত' অনেক পরিচয় দিলুম—এবার একটু আপনার পরিচয় শুনি—

অজিৎ। আমি একটু দরকারে এখানে এসেছিলুম—

মাণিক। কি প্রেমিক? না স্বামীর উমেদার—তা গেবস্ত বাঙ্গালীর ছেলে ও চৌকাট মাড়িয়োনা ধন্—সাত পুরুষ আইবুড়ো থাক সেও ভি আচ্ছা তবু ওখানে কোন মতলব করো না—কামাখ্যার মেয়েমানুষ হীজড়ে শিয়ালের রক্তে, তুক্ গুণ ক'রে ভেড়া বানিয়ে রাখে শুনেছ তো, এদের হীজড়ে শিয়ালের রক্ত নেই বটে—কিন্তু নিজেরা হীজড়ে, আর হীজড়ে ভাষায় ভেড়া বানাবে—

অজিৎ। হীজড়ে কি? আর হীজড়ে ভাষাটাই বা কি?

মাণিক। এদের এখন পুরুষ বল্লেও চলে, মেয়ে বল্লেও চলে। জন্ম নিয়েছেন স্ত্রীলোকের আকারে কিন্তু ভাবটা একদম পুরুষের মত। আর হীজড়ে ভাষা কি জান? ইংরাজী ও বাঙ্গালা মিশিয়ে এমন একটী ঢংএব ভাষায় কথা কয় যে তুমি শুনে গলে যাবে মরে যাবে, খেপে যাবে—

[একখানি motor আসিল, রূপেন্দ্র নামিয়া বাটীব ভিতর ঢুকিয়া গেল]

মাণিক। ঐ ছোকরাকে দেখে রাখো, ঐটির কথাই বলছিলাম। কেমন দেখলে ছিপছিপে, সুপুরুষ—ও জগৎসিংহ, বাপধন, ওখানে তুমি ওসমান, কিছুই কর্ত্তে পার্ব্বে না।

[অজিৎ চিন্তা করিতে লাগিল, আর একখানি motor আসিল, ছায়া নামিল এবং রাস্তায় দাঁড়াইল]

ছায়া। (মাণিকের প্রতি) এ বাড়ীতে একটু আগে একটী ভদ্রলোক ঢুকেছেন? মটরে এসেছেন, পাতলা চেহারা ফর্সা—

মাণিক। ঢুকেছেন বৈকি—এইমাত্র, বড়দিদিমণি, প্রাতঃপ্রণাম।

ছায়া। কে তুমি? ওরকম অসভ্য সম্ভাষণ কর?

মাণিক। এরই মধ্যে ভুলে গেলেন! কাল রাত্রে গায়ে acid ঢেলে দিতে গেছলেন, শেষে দয়া করে এক বোতল whisky প্রীতি উপহার দিলেন—

ছায়া। You rogue, বদমাস, মাতাল, (অজিতের প্রতি) আপনি একজন young educated man আমি young educated lady, এই অসভ্য লোকটা আমাকে এসব কথা বলছে, আপনি interfere করছেন না?

অজিৎ। সত্যই তো, (অগ্রসর হয়ে মাণিকের প্রতি) আপনি ভদ্র মহিলার মান রেখে কথা কইতে জানেন না, আপনি যান, এখান থেকে চলে যান।

মাণিক। সরকারি রাস্তা, কেন যাবো (অজিতের প্রতি) আপনি এসেছেন ছোটদিদিমণির সন্ধানে (ছায়ার প্রতি) আর আপনি এসেছেন ঐ ছিপছিপে ছোকরার সন্ধানে, যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। তা ছুজনেই দেখছি disappointed lover, ব্যর্থ-প্রণয়ী ব্যর্থ-প্রণয়িনী বরং তোমরা স্ব স্ব স্থানে গমন কর, আর মনে তোলাপাড়া করে কি হবে। ছোড়দিদিমণি আর সেই ছোকরা দোতলায় মজা লুটছে আর তোমরা foot pathএ

মণিহারা ফণীনির মত ঘুরে বেড়াচ্ছ। তার চেয়ে বলি তোমাদেরও ত' উঠতি বয়স তোমরা মাণিকজোড় বেঁধে যাও—আমি চক্ষু সার্থক ক'রে বাড়ী গিয়ে whiskyর বোতলটা খুলি।

অজিৎ। (স্বগতঃ) লোকটার কি intuition, মাতালের এমন হয় নাকি।

ছায়া। (স্বগতঃ) He can read the mind of man লোকটা কি ভয়ানক মন বুঝতে পারে!

অজিৎ। আচ্ছা মশাই, আপনি এখানে কোথা থাকেন?

মাণিক। এই কাছেই বাড়ী, তা বাড়ীতে আমার সন্ধান পাবে না। এই সন্ধ্যার ঝোঁকে এই রাস্তায় পাবে, আর যদি একান্ত না পাও তো ঐ মোড়ে গোবর্দ্ধন সার খাঁটীর দোকানে উঁকি মারলেই দেখবে শর্ম্মা দেবরাজ ইন্দ্রের মত সভা করে বসে আছেন। (দুজনের প্রতি) তোমাদের ত' যাহোক একটা হিল্লে হ'ল— আমার যে আভাঙ্গা বোতলটা বাড়ীতে। চল্লুম মশায়— নমস্কার, বড়দিদিমণি চল্লুম কিছু মনে করো না, নিজ গুণে ক্ষমা করো।

[প্রস্থান]

অজিৎ। আপনি Mr. Royএর মেয়ে জ্যোৎস্নাকে চেনেন?

ছায়া। হ্যাঁ, সে আমার friend, আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অজিৎ। আমার নাম অজিত বসু; আমার সঙ্গে জ্যোৎস্নার বিয়ের কথা হয়েছিলো বলে আজ তাকে দেখতে এসেছিলাম।

ছায়া। তা দেখা হয়েছে?

অজিৎ। হয়েছে। হলে কি হবে সে রাজী হলেও আমি অমন insolent নারীকে বিবাহ কর্ব্বো না—তাছাড়া সে রাজীও নয়।

ছায়া। আপনি কি করেন?

অজিৎ। আমি Philosophyতে M. A. 1st. Class 1st. আমার বাপ Sub. Judge, একটা Local Collegeএ প্রফেসারি পেয়েছি। আপনার পরিচয় পেতে পারি কি? যদি কিছু মনে না করেন।

ছায়া। আমিও Englishএ M. A.। নারী—প্রগতি সভার আমি Secretary। দেখুন এ নারী-জাগরণের দিনে বিবাহ ব্যাপারটা একটা অতি কঠিন সমস্যা। বিবাহটা necessary institution কি না—আর যদি রাখতেই হয় তবে কি আকারে রাখা যাবে, এ সম্বন্ধে খুব আলোচনা দরকার। আপনি ত খুব philosophy পড়েছেন, আমি আপনার সাহায্য চাই।

অজিৎ। বেশতো I am always at your service.

ছায়া। আপনার ঠিকানাটা আমাকে দয়া করে দেবেন। আমরা এ সব পরে discuss করবো।

অজিৎ। (কার্ড দিয়া) Most gladly, আর আপনার ঠিকানা? (কার্ড বুক-পকেটে রাখিলেন)

ছায়া। (কার্ড দিয়া) তবে ভুলবেন না, মনে রাখবেন আমার অনুরোধ।

অজিৎ। ভুলবো কি? আমি যত শীঘ্র পারি আপনার সঙ্গে meet করবো—এখন আসি—

ছায়া। আসুন, Good night.

[পরস্পরে তাকাতাকি—হাসি ও প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

["নারী-প্রগতি" সভার Anniversary—চারিদিকে ফুলে ও নিশানে ভরা, বড় বড় অক্ষরে উপরে লেখা "Any one smelling liquor will be summarily expelled" নিশানে নানাবিধ slogan লেখা যথা "পর্দ্দা নারীর প্রধান শত্রু, উহাকে বধ কর," "নিরক্ষর নারী ভারতে থাকিবে না" "নারীরা উচ্চ শিক্ষায় মনযোগী হউন," "সকল বিষয়ে নারী পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ," "নারীর গঠনের তথাকথিত লাবণ্য নষ্ট করুণ," "নারীপুরুষ বেশে সজ্জিত হউক," "নারী ও পুরুষের পরস্পরের Divorce করিবার সমান অধিকার হউক," "Election এ নারী ও পুরুষের ভোট এক অনুপাতে হউক," "সকল উচ্চ চাকরীর দ্বার নারীর জন্য খুলিয়া দিক," "পুলিশ ও সেনা বিভাগে নারী Recruit করা হউক," "1941 সালের Census এর ফল না জানা পর্য্যন্ত কোন নারী গর্ভধারণ করিতে পারিবেন না," "গর্ভ হইলে গর্ভবতী-নারী ও গর্ভকারী পুরুষের ছয় মাস জেল হইবে এরূপ আইন হউক," "হরিজন স্ত্রীলোক ময়লা বহিবে না, হরিজন পুরুষ তাহা করিবে,' "হরিজন স্ত্রীলোকদের সব দেবালয়ে ও কূপে অধিকার থাকিবে, হরিজন পুরুষদের অধিকার থাকিবেনা।" বিধবা বিবাহ অব্যাহত ভাবে দিতে হইবে।" "স্ত্রীবিয়োগ না হইলে বা স্ত্রীকে Divorce না করিয়া কোন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারিবে না, করিলে জেল," ইত্যাদি।]

President শ্রীবীণা দেবী, Secretary শ্রীছায়া দেবী, Asst. Secretary শ্রীঅজিত বসু, বহু নারী ও পুরুষের

সমাগম। তখন President উঠিলেন—দর্শক মধ্যে
জ্যোৎস্না ও মাণিক আছেন।]

বীণা দেবী। আমার স্বজাতি নারী—সভ্যাগণ ও বিজাতি পুরুষ—বন্ধুগণ—আজ আমি বৃথা সময় নষ্ট করিব না। Secretary মহাশয়া agenda দেখিয়া এক একটা বিষয় চটপট করিয়া resolution করে নিন—অনেক resolution আছে—আমাদের পুরুষজাতির মত কথার আড়ম্বর চাই না, আমরা কাজ চাই—খালি pointগুলি বলিয়া বক্তৃতা করিবেন—লম্বা বক্তৃতাব দৌড় চাই না, আমরা কাজ চাই। (Cheers)

Secretary. প্রথম বিবাহ এটা আবশ্যকীয় Institution কি না?

President. বিবাহ থাকা দরকার, প্রথম কারণ পাশ্চাত্য জগতে এখনও বিবাহ-প্রথা আছে। (২) বিবাহ না করিলে সন্তান জারজ হইবে, তাহা হইলে সম্পত্তির ওয়ারীশদের গোলমাল হইবে। (৩) বিবাহ না থাকিলে সমাজের basis বা ভিত্তি নষ্ট হইবে। (Hear, Hear)

মাণিক। আর একটা কথা—বিবাহ না থাকিলে একটা মেয়ে মানুষের জন্য দশটা পুরুষ ষাঁড়ের লড়াই লড়বে।

President. সভ্য ভাষায় কথা কন, মেয়ে মানুষ বলবেন না, স্ত্রীলোক বলুন, "মেয়ে মানুষ, এটা যোগরূঢ়ী শব্দ অর্থ বেশ্যা—তারপর বিবাহেব form—কি আকারে

বিবাহ হবে মন্ত্র, পুরুত, যতটা উঠে যায় ততই ভালো। তবে registration of marriage থাকবে। Registration বলতে নাম সই কল্লেই, বিবাহ গণ্য হবে, পরস্পরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে না, কোন দায়িত্ব থাকবে না। আর ইচ্ছা করে তাঁরা যদি কোন সর্ত্ত রাখতে চান, দলিল করে রাখতে পার্ব্বেন, তাতে ১৲ টাকার stamp লাগবে—

জনৈক স্ত্রী। সর্ত্তর একটা দৃষ্টান্ত বলে দিন—

President. যেমন স্ত্রী সর্ত্ত করতে পারে সন্তান বহন কর্ব্বে না। যদি গর্ভ হয় সে divorce কর্ত্তে পারবে!

(Hear, Hear)

মাণিক। সাধু—সাধু—

Secretary. New item of business—divorce—অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ করা।

President যে কোন যুক্তিযুক্ত reasonable কারণে পরস্পর পরস্পরকে divorce করতে পারবে—এ সব দেশে আছে—পাশ্চাত্য জগতে আছে—মুসলমান আইনে আছে। তবে তাদের আইনে একটা দোষ এই যে পুরুষ যে কারণে divorce করতে পারে স্ত্রীলোকের তার চেয়ে অনেক কম কারণে divorce করবার অধিকার। এটা partiality, আমরা এ রকম এক চোখো আইন রাখবো না।

(Claps,) (Hear, Hear)

আর divorceএর জন্য আদালতে নালিশ করতে হবে, আর আমাদের মুসলমান নারী ভাইগণ, যাঁদের একটা বিষম বিপদ যে স্বামী তিন বার তালাক মন্ত্র উচ্চারণ করে divorce কর্ত্তে পারে—এ আইন আব থাকবে না—মুসলমান পুরুষদের আদালতে নালিশ করে স্ত্রীকে divorce কর্ত্তে হবে—

মাণিক। সভাপতি মহাশয়া—আমার নিবেদন, তার চেয়ে আপনি আইন করুন যে মেয়ে মানুষেরা—

সকলে। আবার মেয়ে মানুষেরা—তাড়িয়ে দাও, তাড়িয়ে দাও, গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দাও—

মাণিক। ঘাট মানচি বাবা, গলবস্ত্র হয়ে ঘাট মানচি, এই আমাদের স্ত্রীলোকেরাও যাতে তিন বার মন্ত্র পড়ে স্বামীকে বরখাস্ত করতে পারে—

President. আর দেখুন divorce বিবাহের একটা corrolary মাত্র, বিবাহ থাকলেই divorce থাকতে হবে, এটা Ipso Focto follow করছে।

মাণিক। আর বিবাহ করলেই ছেলে হবে, এটাও corrolary, Ipso Focto—তবে সন্তান বহন করবো না এ সর্ত্তটাও বিয়েতে চলবে—ঐটে বাদ দিন না সভাপতি সাহেবা—

President. বন্ধু, আপনি ওটা বুঝবেন না, পুরুষের ও-ভার বহন করতে হয় না, হবেও না, যদি কোন স্ত্রীলোক

ও-ভার বহন না করে, বিবাহ কর্ত্তে চায়, তা'বলে কি বিবাহটা হবে না—ওটা compulsory থাকবে না, ওটা optional.

মাণিক। সভাপতি সাহেবা—সহবাস কি ভাবে চলবে, তারও কিছু সর্ত্ত থাকবে না কি?

President. সেটার এখন statistics নেওয়া হচ্ছে, statistics পেলে actuary'কে consult করে পর বৎসর agendaয় মীমাংসা হবে।

মাণিক। হরি—হরি—

সকলে। বার করে দাও, গলা ধাক্কা দাও, এখানে হরিবোল দিচ্ছে।

মাণিক। মাপ করো, ঘাট হয়েছে—

[ছায়া দেবী অজিতবাবুর নিকটে গিয়া]

ছায়া দেবী। অজিতবাবু, এই সেই লোকটা, জ্যোৎস্নার বাটীর সামনে যাকে দেখা গেছলো, এ লোকটা মাতাল—এখানে কেন?

মাণিক। বড়দিদিমণি—ছু'হাত এক করে দিলুম অজিতবাবুর সঙ্গে, Asst. Secretary হলেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন? নেমকহারামী করবেন না, আমি বরং ছু-পাঁচটা ভাল কথাই বলবো যাতে আপনাদের নারী-প্রগতি উল্কার ন্যায় বেগে ছুটবে—

অজিৎ। থাক্ থাক্ ওকে থাকতে দাও—

ছায়া দেবী। আমাদের এ constitutional meeting, এতে British Cabinetর মতন opposition থাকা চাই—In the face of opposition we shall carry out our resolutions.

President. সত্য—সত্য—আদর্শ constitutionএ opposition থাকা চাই, ওকে থাকতে দাও।

মাণিক। ধন্যবাদ—শত সহস্র ধন্যবাদ—

ছায়া দেবী। এবার একটা বড় important item of business—নারী জাতির পূর্ব্ব-গৌরব জাগিয়ে তুলতে গেলে, নারী সম্বন্ধে যেখানে যেখানে অশ্লীল reference আছে delete অর্থাৎ তুলে দিতে হবে। নারী একটা লালসার সামগ্রী, নারীর অঙ্গ নিয়ে পুরুষ-কবি বা পুরুষ-শিল্পী কত না অশ্লীল আদিরসের অবতারণা করেছে—আমাদের বক্ষ, নিতম্ব— (Shame, Shame) প্রভৃতি শরীরের স্থানে স্থানের উপর কত কিনা লিখেছে। পুরুষের ও রকম লেখবার কি right আছে? হিন্দু-শাস্ত্রে বলে নারী পুরুষের ছায়া, শাস্ত্রকার পুরুষ, তাই এই কথা—আমরা বলবো পুরুষ নারীর ছায়া (Cheers)। তারপর দেখুন মাসিক পত্র, যার মূল্য ॥০ আনা তার frontispiece, গোড়াতে নগ্ন বা অর্দ্ধ নগ্ন স্ত্রীলোকের ছবি, আমাদের এরূপ করে publicএ expose করার জন্য নালিশ চলে না—

President. আলবৎ চলে, আমি বিলেতে যখন Lincoln's Innএ Final Testএ Medal পাই তখন ঐ বিষয়ে গবেষণা-পূর্ণ একটা thesis লিখেছিলাম—এটা Infringement & Invasion of fundamental Property-mark.

মাণিক। ঠিক বলেছেন সভাপতি সাহেব propertyই বটে তাই অর্থাৎ আপনাদের কাঁচা বয়স থাকলে "মাল" বলি—

President. নিকাল দেও, dirty, obscene, vulgar কথা বলেছে, নিকাল দেও—

[অনেকে মাণিককে ধাক্কা দিল—মাণিক চীৎকার করিতে লাগিল—ভীষণ গোলমাল]

মাণিক। এবারকার মতন মাপ করুন। এই, তুটী ঠোঁট এক করলুম, কোন শালা আর ফাঁক করে—আপনারা চালান—তবে আমার একটি নিবেদন—

ছায়া দেবী। কি?

মাণিক। আপনারা যে যখন মাসিক পত্রের Editor হবেন তখন সে কাগজের গোড়ার পাতে পুরুষের নগ্ন বা অর্দ্ধ-নগ্ন পাতা-ভোর ছবি দেবেন—তবে পুরুষ খদ্দের না হোক, অনেক স্ত্রীলোক খদ্দের হবে—

President. এ suggestion মন্দ নয়, লোকটাকে থাকতে দাও; ওর suggestion ভাল—

মাণিক। দেখলেনত' সভাপতি সাহেবা—আমি আপনাদের ভালই কর্ব্বো, পুরুষজাতির উপর আমার বিশেষ ঘেন্না

চিরকাল মেয়ে মানুষকে খাটো করে রেখেছে (Hear, Hear) এই দেখুন না, ছেলে প্রসব হলে শাঁক বাজল আর মেয়ে হলে শাঁক ছেড়ে একটা foot ballএর whistleও বাজায় না। তারপর ছেলের বেলায় অন্নপ্রাশন, মেয়ের বেলায় নাস্তি। ছেলের হল কোষ্ঠি—৭ হাত লম্বা, আর মেয়ের বেলায় যদি ভাগ্যে হলত এক বিগৎ ঠিকুজি—কেনরে বাবা—ছেলে কি ছাতা দিয়ে মাথা রাখবে? আবার কত নোংরা কথা—"পুতের মুতে কড়ি" কেনরে বাবা, এইতো আমি পুরুষ মানুষ, এতকাল মুতে মুতে বহুমুত্র রোগ ধরে গেল, কই কড়িতো পেলুম না।

ছায়া। আপনি বলছেন খুব ভাল, কেবল ভাষাটা সংযত করবেন, আপনি একটু সভ্য ভাষায় কথা কন—আপনার কথার মূল্য আছে—

মাণিক। যে আজ্ঞে—"পুত্রের মুত্রে কৌড়ী"—আমি বলি শুনুন, এবার মেয়ে প্রসব হলে আইন করুন, শাঁক, ঘণ্টা বাজবে, উলুধ্বনি হবে, ডবল হিজড়ে বিদেয় হবে, আট হাত কোষ্ঠি, চৌদ্দ পুরুষের আমার মামার বংশের সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে হবে, মেয়ের অন্নপ্রাশনে, তারপর উপনয়ন হবে মেয়েদের, তবে পৈতে হবে রেশমের, তুলোর হবে পুরুষের। বিয়ের সময় কনে আসবে বরের বাড়ী, সঙ্গে কন্যা-যাত্রী, তবে বর

না হয় আর কনের বাড়ী ফিরবে না, procession করে সহর ঘুরে বরের বাড়ীতেই থেকে যাবে—

President. এঁর suggestionগুলো সব note করে নাও, লোকটা এ সব খুব study করেছে।

মাণিক। তারপর দেখুন, স্ত্রীলোক বাপের সম্পত্তি পায় না, এ কোন শাস্ত্রে আছে? ইংরাজের আইনে, মুসলমানের আইনে, মেয়ে পায়, আর পায় না এই অধম হিন্দু আইনে।

(Hear, Hear)

President. আপনি platformএ আসুন, এসে বলুন—

[সকলে মাণিককে যত্নপূর্ব্বক লইয়া গিয়া Daisএর উপর দাঁড় করাইল]

মাণিক। দেখুন বন্ধুগণ, একটা কথা আমার রাখতে হবে, এই মাতৃমঙ্গল, child-welfare ওসব তুলে দিতে হবে—ঐ প্রসব ব্যাপারটা আপনাদের দীনতার কারণ, ঐটাই চন্দ্রে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, মৃণালে কণ্টক, ঐটে একদম তুলে দিন, এই যে baby show হয়, ওর চেয়ে আর কলঙ্ক কি আছে। Dog show কর, flower show কর, baby show কি, ওই babyটাইতো কলঙ্কের নিশান। ওগুলো সব educated ladiesএর ভিতর থাকবে না। এখনও যারা নিরক্ষর অসভ্য পাড়াগেঁয়ে সেই সব স্ত্রীলোক এখনও গর্ভধারণ করুক, কিন্তু baby অবস্থায় প্রকাশ্যে বার করবে না, ছেলে

বড় হলে একেবারে সাবালক অবস্থায় রাস্তায় বেরুবে—baby দেখলেই কেমন একটা বিশ্রীভাব মনে পড়ে। মনে হয় এর আগে আঁতুড়টা, ঐ প্রসবটা, ঐ গর্ভটা—কি কুৎসিত, কি অশ্লীল, তাই baby জিনিষটা show করবার নয়, ওটা ধামা চাপা দেবার (Hear, Hear) তাই ঐ baby show, মাতৃমঙ্গল কথাগুলোই তুলে দিন।

(Cheers করতালি)

President. আপনার suggestionএ আমরা ধন্য হলেম, কিন্তু আপনার মত একজন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আমার কিছু বলবার আছে।

মাণিক। আজ্ঞা করুন, বান্দা হাজির চিরকালই আপনাদের হুকুম মেনে আসছি—

President. আমি আমাদের সুযোগ্যা Secretary Miss ছায়া দেবী, Assistant Secretary Mr. অজিতবাবু ও জ্যোৎস্নার মুখে অবগত হলেম যে আপনি মদ্য পান করেন— (Shame, Shame) এ কি সত্য ?

মাণিক। সভাপতি মহাশয়া ওঁরা যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য—তবে পাছে আপনাদের কষ্ট হয় তাই এক আনার বড় এলাচ, ছোট এলাচ কিনে চিবুতে চিবুতে এখানে এসেছি। কিন্তু একটা কথা বলি, মদকে ঘৃণা করলে আপনাদের উন্নতি হবে না। পুরুষদের গুণগুলো আপনাদের অনুকরণ করা কেন—কেড়ে নিতে হবে।

ওদের মত বিদ্বান হতে হবে, ওদের মত টাকা করতে হবে, স্বামী হাত তুলে দ্বাদশ টাকা দেবে, এতে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব ঘুচবে না। চাকরী করে ব্যবসা করে নিজ নামে Bank Balance করতে হবে। পুরুষ যেমন পরস্ত্রী কুলের বাহির কল্লে Penal codeএ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে তেমনি স্ত্রীলোক পর পুরুষকে নিয়ে elope করলে তার জন্য পুরুষের মত সেই সেই Penal codeএ দণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। পুরুষের সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হলে ওরা যে যে কাজ করে "কামিনী ও কাঞ্চন" (যা দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস আহাম্মুকি করে ত্যাগ করতে আদেশ দিয়েছিলেন) সেটা ভাল করে দখল করতে গেলে, মদ্যের আবশ্যক—মদ্য পান না করলে যেমন কামিনী ও কাঞ্চনে আসক্তি জন্মে না—সেইরূপ আপনাদেরও পুরুষ ও কাঞ্চণে আসক্তি আনতে গেলে ও একটু একটু ঢুকু ঢুকু খেতে হবে—ওকে নিন্দে করলে বা ওকে ত্যাগ করলে নিজেদেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন। অনুভূতির বশীভূত হয়ে কোন কাজ করবেন না। ওটা অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী না হলে দয়াবান গভর্ণমেণ্ট ওটা বজায় রাখবার জন্য অত চেষ্টা করবেন কেন? বরং আপনাদের ক্রমে ক্রমে দু-পাঁচখানা খাঁটী ও বিলিতীর দোকানের লাইসেন্স নিতে হবে—তখন মামা বলে দোকানে না ঢুকে মামী বলে দোকানে ঢুকবে

আর এক আদ দিন ধারেও না কোন্ দু'এক গেলাস পাব। কল্যাণময়ী মা—এমন দিন কি হবে তারা—

গীত।

এমন দিন কি হবে তারা
যেদিন মামী আমার বেচবে সরাপ,
হবে এক ঢিলে দু'পাখী মারা।
হৃদ-বাসনা উঠবে ফুটে, মেগের বাঁধন যাবে কেটে
মামীর কোলে মজা-লুটে বিভোর নেশায় দিশেহারা।

[সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "নিকাল দেও, নিকাল দেও," স্ত্রীলোকের সম্মান জানে না—অসভ্য Brute! নিকাল দেও]

— —— ——

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[মাণিকের বাটীর অন্দর-দালান]

[মাতঙ্গিনী (মাণিকের স্ত্রী) স্বামীর উচ্ছিষ্ট পাতে কন্যা দুর্গার জন্য ভাত বাড়িয়া ডাকিল—]

মাতঙ্গিনী। ও দুগী—ভাত খাবি আয়, আমি এঁটো পাত কতক্ষণ আগলে মরবো—

(নেপথ্যে দুর্গা) আমার harmonium না কিনে দিলে আমি ভাত খাবো না।

মাতঙ্গিনী। তা বাবুকে বলিস্ না—আমায় কাছে প্যান প্যানিয়ে নালিশ কেন? সব টাকা শুঁড়ির দোকানে দেবেন—মেয়েটা একটা বাজনা কিনবে তার টাকা জোটে না—

[দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। আমাকে harmonium না কিনে দিলে school থেকে আর কোথাও চলে যাবো, আর বাড়ী আসবো না—

মাতঙ্গিনী। যা না—ভাত খেয়ে উঠে, তোর বাবু ওঘরে বসে তামাক খাচ্ছে, এখনি বেরিয়ে যাবে—যা না, এই বেলা কেঁদে বল্‌গে যা। পাশের টিনের বাড়ীর কৈবর্ত্তদের ঐ শেফালী গানের দুইটী সোনার মেডেল

পেলে, ওদের বাড়ীতে দু'টা হারমোনিয়াম্—আর একটা বাজনার জন্যে মেয়েটা আমার বাড়ীতে একটু গান শিখতে পায় না—পোড়া কপাল—

[এমন সময় বীণা দেবী ও ছায়া দেবী সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত]

মাতঙ্গিনী। [ভাতের পাত্র মাটীতে রাখিয়া এইটু জড়-সড় হইয়া গেল]

বীণা। আপনি কিছু মনে করবেন না—মাপ কর্ব্বেন—আমরা বিনা অনুমতিতে আপনার বাড়ীর ভিতর ঢুকিছি—তা আমাদের পরিচয় দেই। আমরা সব কলকাতায় নারী-প্রগতি সভা করেছি জানেন তো—না জানলেও শুনেছেন বোধ হয়। যাতে মেয়েরা আর ধোঁয়ার মধ্যে, রান্নাঘরের অন্ধকারের মধ্যে, আর না থাকতে হয়, যাতে মেয়েরা নির্ম্মল বায়ু সেবন করে যক্ষ্মার হাত থেকে রক্ষা পায়, আর যাতে মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বউকাঁট্‌কী সেকেলে শ্বাশুড়ির হাত হতে পরিত্রাণ পায়।

ছায়া। যাতে মেয়েরা স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতে পারে—স্বামীর গলগ্রহ হয়ে না থাকে।

মাতঙ্গিনী। আপনাদের সব কথা আমি বুঝতে পারছি নে—তা এসেছেন আমার ভাগ্যি, বসুন আমি হাত ধুয়ে আসন নিয়ে আসি।

[প্রস্থানোদ্যত]

বীণা। আপনি ব্যস্ত হবেন না -আমরা বসছি।

[মাতঙ্গিনী চলিয়া গেল]

ছায়া (দুর্গার প্রতি) তুমি ইস্কুলে যাওনি।

দুর্গা। আমার হারমোনিয়াম কিনে না দিলে school যাব না।

বীণা। ভাত খাওয়া হয়েছে ?

দুর্গা। না আমি ভাত খাব না, হারমোনিয়াম না দিলে ভাত খাব না।

ছায়া। তোমার বাবা কি করেন ?

দুর্গা। তিনি বড় ফৌজদারী উকিলের মুহুরী।

ছায়া। তিনি কি আদালতে বেরিয়ে গেছেন ?

দুর্গা। না, বোধ হয় এইবার বেরিয়ে যাবেন।

[মাতঙ্গিনী হাত ধুইয়া একখানি মাদুর আনিয়া পাতিয়া দিল]
বলিল—বসুন।

বীণা। আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন, খাওয়া দাওয়া সেরে নিন্—আমরা এই রকম বাড়ী বাড়ী গিয়ে মেয়েদের সব শেখাই, যাতে ঘরে ঘরে মেয়েরা নিজেদের আত্মসম্মান, ইজ্জত বুঝতে পারে।

মাতঙ্গিনী। তা আপনারা বসুন না, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন, মুখপুড়ী মেয়েকে কখন ভাত খেতে দিয়েছি, কড় কড়ে হয়ে যাচ্ছে—তবু মেয়ের ভাত খেতে বার হয় না, তা বাজনা না হলে ভাত খাবে না—

ছায়া। আচ্ছা, আমরা তোমায় হারমোনিয়াম কিনে দিব, তুমি খেতে ব'স।

[দুর্গা পিতার উচ্ছিষ্ট পাতে ভাত খাইতে বসিল]

বীণা। আপনি ঐ এঁটো পাতে ওকে ভাত দিয়েছেন— (দুর্গার প্রতি) উঠে পড়, উঠে পড়, খেওনা—

মাতঙ্গিনী। কেন? ওতো ওর বাবুর পাত, ও আর আমিও খাই, যে দিন যার সুবিধা হয়—

বীণা। আপনারা একজনের এঁটোপাতে আর একজন খান? জানেন এতে কত স্বাস্থ্যের হানি হয়, মানুষের আহারের মুখের থুথু লাল প্রভৃতি ভাত তরকারির সঙ্গে মিশে যায়, সে পাতে খেলে সংক্রামক ব্যাধি হয়, আপনারা এ সামান্য স্বাস্থ্যের নিয়ম জানেন না?

মাতঙ্গিনী। তা এতদিন তো খেয়ে আসছি, তা তো কোন রোগ হয়নি।

ছায়া। হ'তে কতক্ষণ, আর রোগ হয় নি কি করে জানলেন—রক্ত, urine পরীক্ষা করে দেখেছেন—রোগ চোরের মত লুকিয়ে কত সময় শরীরের মধ্যে বসে থাকে—যাক আজ থেকে আর আপনারা এঁটোপাতে বা এঁটো গেলাসে খাবেন না—এটি আমাদের অনুরোধ, আমরা ছেলেমানুষ, আপনি ছেলেপুলের মা—যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে বলি, এই যে স্বামী-স্ত্রীর

চুম্বন এটাও শরীরের পক্ষে হানিকর বলে এখন উঠে গেছে।

মাতঙ্গিনী। ও মা! কালে কত কি শুনবো মা, দুর্গা যা মা, তুই উঠে যা, আমি তোকে আলাদা পাতে ভাত দিই, ও পাতে গিন্নিমানুষ আমি খাব'ওখন।

বীণা। না, না, আপনিও খাবেন না—কত মাছি বসেছে, কত থুথু আছে।

মাতঙ্গিনী। আর, আমার থাকলেই কি! গেলেই কি!

ছায়া। ওকি কথা,—আপনার বয়স কত, জোর ৩০।৩২—এই বয়সে বিলাতে মেয়েরা বিয়ে করে।

বীণা। আপনার স্বামীর নাম কি, জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

মাতঙ্গিনী। (ত্রস্ত হয়ে) ওর নাম কি করে বলবো, সোয়ামীর নাম কি মুখে আনতে আছে।

ছায়া। একটা নাম উচ্চারণ করতে নেই—আপনারা এই বিশ্বাস নিয়ে সংসার করেন, এতে সুখ মনে করেন, ওঃ কি কুসংস্কার!

বীণা। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এই যে ভোর থেকে রান্নাঘরের ধোঁয়ায় বসে থাকেন, এঁটোপাতে খান, বাসন মাজেন, বাড়ীতে খাঁচার-পাখীর মত বসে থাকেন, এতে ছট্‌ফট্‌ করেন না, এতে একটা মনের মধ্যে বিদ্রোহ আসে না!

মাতঙ্গিনী। বিদ্রোহ কি?

বীণা। বিদ্রোহ—বিদ্রোহ একটা তড়িৎ শক্তির মত স্পন্দন, ভূমিকম্পের মত বিষম, উল্কার মত জ্বালাময়, একটা হৃদয়ের ভিতর থেকে শরীর ফেটে পুরুষ জাতির গড়া পীড়নের অবরোধ ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা—এ কুসংস্কার ফেলে দিন। নারীর ষোল আনা দাবী, ষোল আনা অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিন, সর্ব্বস্ব খুইয়ে ভিখারী হয়ে বসে আছেন।

মাতঙ্গিনী। (রাগিয়া চীৎকার করিয়া) আমি ভিখিরী বটে, আমার ঘর, বাড়ী, ছেলে, মেয়ে, সোয়ামী, আমি ভিখারী, সর্ব্বস্ব খুইয়ে বসে আছি!! যার সোয়ামী আছে তার সব আছে—খোয়াব কেন—আমার সব আছে—আমার দুঃখ কিসের? তোমাদের বুঝি ভাতার পুত নেই, তাই ষাঁড়ের মতন—দোর দোর মাটী খুঁড়ে বেড়াচ্ছ—যাও বাছা, ও সব কথা বলত আমাদের বাড়ী আর এসো না—ঐ পাশের বাড়ীর টীনের চালে যাও, ওর কর্ত্তা রেঙ্গুন গেছেন, মায়ে ঝিয়ে থাকে, মেয়েটা ২১ বৎসরের থুবড়ি, নাকি পাশের পড়া পড়ছে নাচে, গায়—রাত্রিতে ভূতের নেত্য হয়, মায়ে ঝিয়ে রাত্রিতে রাসলীলা বসায়।

বীণা ও ছায়া। ঈশ্বর নারীদের জাগাও, নারীর হৃদয়ে বল দাও, এরূপ সব স্ত্রীলোক থাকতে আমাদের আর আশা ভরসা নেই।

[মাণিক বাড়ীর ভিতর গোলমাল শুনিয়া হুকা হাতে সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইল এবং বীণা ও ছায়াকে দেখিয়া]

মাণিক। এ কি আপনারা! স্বাগতম্, এ যে চন্দ্র সূর্য্য এক সঙ্গে—গিন্নি—শাঁক বাজাও, দুর্গা—চেয়ার নিয়ে আয়।

বীণা। আসুন—এ আপনার বাড়ী?

মাণিক। এ গরীবের কুঁড়ে, আপনাদের পাদস্পর্শে আজ ধন্য হল।

ছায়া। ও কি কথা—আমাদের কর্ত্তব্যই বাড়ী বাড়ী গিয়ে নারীদের জাগিয়ে তোলা।

মাণিক। বটে বটে, রোজ রাত্তিরে ফিরে দেখি গিন্নি আমার কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যাচ্ছেন, হাজার ডাকে তবে তুলতে হয়, আপনারা যদি একটু ওকে জাগিয়ে তুলতে পারেন।

বীণা। সে জাগা নয়, আপনি ত সব জানেন, সেদিন ত মিটিংয়ে "নারী জাগরণ" সম্বন্ধে কত কথা বল্লেন।

মাতঙ্গিনী। আচ্ছা, কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুই না ঘুমুই সে কথা পরের কাছে ঢেঁড়া পেটবার দরকার কি—, নিজের কত গুণ!! বললে একখানা মহাভারত হয়ে যায়।

মাণিক। গুণ থাকলে কি তোমার কাছে গুন্-গুন্ করতুম তা হলে এই বড় দিদিমণির মত পরিবার এনে ঘর কর্তুম—ওদের মর্ম্ম তুমি মুখ্যু কি বুঝবে—

তুমি কুম্ভকর্ণের মত ঘুমোও, আর ওরা জেগে জেগে ঘুমোন।

বীণা। তা আপনি আপনার স্ত্রীকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাতে পারেন।

মাণিক। ওর সে বয়সে খিল পড়ে গেছে, গাধা পিটে কি ঘোড়া হয়?

মাতঙ্গিনী। কিছু বলছি না বলে যে বড় বাড়িয়ে তুলেছ, আমি গাধা, গাধার সঙ্গে যে থাকে সেও গাধা।

মাণিক। অর্থাৎ—হ্যাঁ আমিও গাধা, তা না হলে এই নারী জাগরণের দিনে এই মাগ নিয়ে ঘর করছি, চারিদিকে নারী-প্রগতির ফুরফুরে হাওয়া ছেড়ে কি আর ইচ্ছে করে এই পচা গরমে তোমার কাছে ঢুকি।

মাতঙ্গিনী। বটে, আমার এখানে পচা গরম, যাও না যেখানে মলয় বইছে সেইখানে যাও—ঐ রকম মদ গিলে রাত্রি বারটায় বাড়ী ঢুকলে ওরা হলে ঝাঁটা পিট্‌তো, আমি তাই কুঁড়ে পাথর ধরে দিই।

মাণিক। তা ঠিক, জানেন সভাপতি সাহেবা—আমার এই গিন্নিটী রত্ন, রত্ন—যাই করি না কেন বড় ক্ষেমাঘেন্না করে, "পতি পরম গুরু' শিখে ফিকে বোকাটে ধরণে হয়ে আছে—ওকে আর জাগিয়ে কাজ নেই, বরং ঐ দুর্গাটাকে—দুর্গা এদিকে আয় তো। (দুর্গা আসিল)

বীণা। এটি আপনার মেয়ে, বেশ বুদ্ধিমতী।

মাণিক। তা বুদ্ধি ওর মায়েরও খুব, তবে ওই বিদ্যের অভাব। মেয়েটাকে—আপনাদের মত গড়ে তুলিব—ওকে স্কুলে দিয়েছি, অনেক কিছু শিখেছে—আবার কবিতা লেখে—দুগী, বল্ না সেদিন সেই যে কবিতাটা তৈয়েরী করেছিস, একবার শুনিয়ে দে না—সেই তোর মার আর তোর সব তুলনা করে—

দুর্গা। শুনবেন, তবে শুনুন—

"মা আমার যেন সেকেলে ও বোকা,
নাহি কোন তার যুক্তি।
আমরা সভ্যা স্বাধীনা বালিকা,
ধরি দু' আঙ্গুলে নিক্তি।
বিচার করিয়ে দিয়েছি তাড়ায়ে,
শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী।
শকড়ি আঁতুড় শ্বাশুড়ি শ্বশুর,
মেরে পিঠে সব যষ্ঠী।

বীণা ও ছায়া। বাহবা, কি সুন্দর কবিতা—কি Novel idea.

মাণিক। দেখছেন, এ মেয়ে পরে আপনাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। তোকে harmonium কিনে দেব ভয় কি।

মাতঙ্গিনী। যা না দুগী, ভাত খেগে যা, এবার তো বাজনা পাবি।

দুর্গা। তুমি "দুগী দুগী" করো না বলছি, দুর্গা বলতে পার না, নাম ত রেখেছ "দুর্গা"—আবার তা হয়ে গেল দুগী।

ছায়া। ঠিক বলেছ, আপনারা কি আর নাম খুঁজে পান নি, তাই দুর্গা নাম রেখেছেন।

মাণিক। আমি এখনই নাম পাল্টে দিচ্ছি—দিদিমণিরা মেয়েটার নামকরণ করে দিন না—আমাদের কেমন সেই "খুঁদি", "পুঁটিই" মনে আসে।

বীণা। নাম রাখুন "চিত্রা"।

মাণিক। গিন্নী, বড় জবর নাম হয়েছে—তবে, ও নাম ধরে ডাকতে পারবে তো—যেমন দুর্গা ভেঙ্গে দুগী করেছ, তেমনি চিত্রা ভেঙ্গে "চিতি" কর না।

মাতঙ্গিনী। কেন আমি কি শুদ্ধ করে কথাও কইতে পারি নি—নাকি, নিজে ভাল কথা জান—বাহিরে লোকের সামনে "গিন্নী গিন্নী"।

মাণিক। ঘাট হয়েছে—"প্রণয়িনী, প্রাণতোষিনী"।

[বীণা ও ছায়ার উচ্চ হাস্য]

মাতঙ্গিনী। (ক্রন্দন স্বরে) যার তার সামনে এমনি ঠাট্টা অপমান, আমি এখুনিই বোনের বাড়ী চ'লে যাবো (উচ্চৈঃস্বরে) "রবে, রবে" বেরিয়ে আয়।

রবিন। (নেপথ্যে) খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমুচ্ছি, আর "রবে রবে"।

বীণা। রবে কে?

মাণিক। ওটি আমার ছেলে, নাম রবিন (উচ্চৈঃস্বরে) রবে।

রবিন। (নেপথ্যে) ও বাবা! জোড়া ডাক, এই ত যাচ্ছি।

[রবিন এসে দাঁড়াইল, চোখে ঘুম জড়ানো]

মাতঙ্গিনী। বাবা রবু একখানা গাড়ী নিয়ে আয় ত, আমি এক্ষুনিই তোর মাসীর বাড়ী চলে যাবো।

মাণিক। রবি, যা ত বাবা, চট্ করে পুঁটিরামের দোকান থেকে চার আনার খাবার নিয়ে আয়, তোর পিসিমাদের জন্যে—নমস্কার কর্—এরা তোর পিসিমা।

[রবি হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল ও চোখ দু'হাতে মুছিতে লাগিল]

বীণা। না—না—খাবার কেন, আমরা খেয়ে এসেছি, থাক্ থাক্—রবিন, খাবার আনতে যেও না।

মাণিক। ও কি একটা কথা, আজ আমার সুপ্রভাত, যে দিদিমণিরা আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দেছেন, একটু মিষ্টীমুখ না করলে ছাড়ব কেন?

ছায়া। আপনার অতিথি সৎকারকে ধন্যবাদ—কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন না।

রবিন। (হাই তুলিয়া) কি আনব? ডালমুট না ঘুঘনি?

মাণিক। ওরে বেটা—বেলা বারটা, আদালতে বেরুচ্ছি এখন কি ডালমুট, ঘুঘনির সময়—ব্যাটা ভাত খেয়ে শুয়ে এমন ঘুম ঘুমিয়েছে যে মনে করেছিল সন্ধ্যা হয়ে এল।

মাতঙ্গিনী। রবে, তুই গাড়ী নিয়ে আয় না, খেয়ে এসেছে বলছে তবু মিষ্টিমুখ কর, মিষ্টিমুখ কর—আমার যে

বারটা বেজে গেল এখনও উনুনের ছাই পেটে গেল না—তা একবার জিজ্ঞেস কর্ত্তে ইচ্ছা হল না।

বীণা। (মাতঙ্গিনীর প্রতি) আমাদের জন্যই আপনার খেতে দেরী হল, আমাদের মাপ করুন—রবিনের বাপের কোন দোষ নেই।

মাতঙ্গিনী। তোমাদের বাছা ওর হয়ে অত ওকালতি কর্ত্তে হবে না।

বীণা ও ছায়া। (মাণিকের প্রতি) আমরা তবে আজ চল্লুম—নমস্কার।

মাণিক। ও কি! এখুনি যাবেন কি! একটা স্ত্রীলোকের কথায় ভোড়কে গেলেন; বসুন বসুন, গিন্নী—রাগ করো না ওরা আমার দিদিমণিরা (রবে, দুর্গা) ওরে তোদের পিসিমা।

দুর্গা। আমি পিসিমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাব।

রবিন। (হাই তুলিয়া) কি খাবার আনবো, পয়সা দাও।

মাণিক। অয় অয়—এ ব্যাটার এখনও ঘুম ভাঙ্গেনি, ব্যাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে (ভ্যাঙ্চাইয়া) কি খাবার আনব আঃ মর, খাবারের কথা যে ঢুকে গেছে, যা ঘুমুগে যা, গাড়ী আনতে হবে না।

মাতঙ্গিনী। যা গাড়ী আনগে যা, আমি চলে যাবই।

মাণিক। এই দু'কান মলছি, আর একটা কথা বলবো না, তুমি খেতে বসো।

বীণা। ও schoolএ যাইনি কেন?

মাণিক। ও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে—third classএ promotion পেলে না, ছেড়ে দিলে।

ছায়া। তা আর কি করবেন, যাক্ ছেলেদের লেখাপড়ার খরচা না করে এখন—আপনার মেয়েটিকে ভাল করে পড়িয়ে যান।

মাণিক। ইচ্ছে তো হয় কিন্তু গিন্নী হয়েছেন প্রতিবাদী।

মাতঙ্গিনী। বটে, দাও না এদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও না, ছেলেটার তো মাথা খেয়েছ, আর মেয়েটার বাকি থাকে কেন—তুগী যা তোর পিসিদের সঙ্গে বেরিয়ে যা।

মাণিক। ওর কি বেরুবার বয়স হয়েছে গিন্নী; বরং সে কথা বলতে গেলে (মুচকে হেসে) তোমার জন্য এখনও আমার ভাবনা।

মাতঙ্গিনী। ছিঃ ছিঃ পোড়াকপাল, এমন কথাও শুনতে হল, আমি হেঁটে বোনের বাড়ী চলে যাব।

[বেগে প্রস্থান]

বীণা। দেখুন দেখুন হয়ত রাগ করে কোথাও চলে যাবেন।

মাণিক। কোথাও যাবে না, ও আমার নিত্যি, ঐ সুখেই বেঁচে আছি ও আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়?

ছায়া। আপনি এই রকম করে বলেন আর আপনার স্ত্রী এই রকম সহ্য করেন।

মাণিক। করে বইকি ও রকম দু'পাঁচ দিন যদি না বলি তাতে বরং দুঃখ পায়।

বীণা। বলেন কি? আপনার খুব আশ্চর্য্য সংসার।

মাণিক। কিছুই আশ্চর্য্য নহে দিদিমণিরা, ও তো জাগেনি, ও ঘুমিয়ে আছে, ঘুমুগ, ছেলেটাও তাই ঘুমোয় কিছুই বলি না, জাগলেই পার্কে পার্কে শিস্ দিয়ে বেড়াবে আর বাবুয়ানির পয়সা যোগাতে প্রাণ বেরোবে।

রবিন। (হাই তুলিয়া) গাড়ী আনব—খাবারের পয়সা।

[সকলের হাস্য]

মাণিক। (হুঙ্কারে) ব্যাটা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে—ঘুমুগে যা—

রবিন। আর ঘুম হল কই, পিসিমাদের জন্যেই তো ঘুম হলো না।

মাণিক। আঃ—তোরও এই পিসিমাদের জন্য—বেরো—ঐ পিসিমাদের জন্য, ওরে তোদের ভাগ্যি যে পিসিমারা এসেছেন, বেরো।

[রবিনের হাই তুলিয়া প্রস্থান]

বীণা। যাক্, এখন আপনার স্ত্রীকে খেতে বলুন, আমরা চল্লুম।

মাণিক। কিছু ব্যস্ত হবেন না, এখন গেলে কুরুক্ষেত্র বাধবে তার চেয়ে রাগ পড়লে ও বেলায় ফিরে

একটুতেই মেরামত করে নেব, আসুন আপনাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি আদালতের বেলা হয়ে গেল।

দুর্গা। বাবা, আমি পিসিমাদের সঙ্গে যাবো।

মাণিক। আগে মায়ে ঝিয়ে ভাত খেগে যা—আর একদিন যাস ওখন—আসুন দুর্গা দুর্গা।

বীণা। চিত্রা আর একদিন নিয়ে যাবো।

মাণিক। চলুন (চীৎকার করিয়া) গিন্নী মাথা খাও, ভাত খেও—চলুন—দুর্গা দুর্গা।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—o—

রূপেন্দ্রের বাটী।

—o—

(রূপেন ও জ্যোৎস্না)

রূপেন। আমি তো সেদিন তোমাদের "নারী-প্রগতি" সভার ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেছি।

জ্যোৎস্না। কেন ?

রূপেন। কেন না, বল ? ও রকম করে যদি বিয়ে কর্ত্তে হয়, আমি একদম বিয়ে কর্ত্তে নারাজ।

জ্যোৎস্না। ভাল, বিয়ে করবেন না।

রূপেন। হাঁ—তাই মনে হচ্ছে, আর মনও করেছি তাই যে আইবুড়োই থাকব।

জ্যোৎস্না। ইস ! থাকতে পারবেন ?

রূপেন। আলবৎ পারবো, আগেকার বালবিধবারা থাকতো না।

জ্যোৎস্না। উপায় নেই, তাই দায়ে পড়ে থাকত। দায়ে পড়ে থাকা আর সখ করে থাকা, দুই এক নাকি ?

রূপেন। এ আর বিয়ে সখের রইল কই। ছত্রিশ বাঁধনের মধ্যে পরিবার নিয়ে ঘর কর্ত্তে হবে তো !

জ্যোৎস্না। তা কেন? আপনিও স্বাধীন আর আপনার যিনি স্ত্রী হবেন তিনিও স্বাধীনা, ছত্রিশ বাঁধন বলছিলেন, তা কোন বাঁধনই নেই, পরস্পর একদম স্বাধীন।

রূপেন। আচ্ছা ভেবে দেখ, আমি বিবাহ করিনি, আর তুমিও তাই—মনে কর যদি তুমি আমার স্ত্রী হও।

জ্যোৎস্না। এখন মনেই বা করবো কেন?

রূপেন। আহা, সত্যিকার নয়, ধরে নাও, তর্কের খাতিরে যাকে বলে argument's sake.

জ্যোৎস্না। তার চেয়ে ধরে নিন না—যে আপনি **x** আর **y** যদি আপনার স্ত্রী হন।

রূপেন। মাপ করো, ও algebraর ভিতর আমি নেই—অনেক কষ্টে algebraর হাত এড়িয়েছি—আর **x, y** বল না, গায়ে জ্বর আসে তার চেয়ে ধরে নেওয়া যাক, R বিবাহ করে যদি Jকে।

[জ্যোৎস্না মুখ ফিরাইলেন]

জ্যোৎস্না। আর J যদি বিবাহ না করে, কুমারীই থাকে।

রূপেন। Rও তা হলে চিরকুমার।

[জ্যোৎস্না উঠিয়া পড়িয়া একখানি dressing tableএর সামনে দাঁড়াইয়া আয়নায় মুখ দেখিতে লাগিলেন]

কার্ত্তিকের মত ময়ুর চড়ে তোফা কোঁচা দুলিয়ে হিমালয় থেকে কলকেতা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বেড়াব।

জ্যোৎস্না। কার্ত্তিকেরও শোনা যায় "ষষ্ঠী" স্ত্রী ছিল।

রূপেন। সেটা বোধ হয় 'গোপনে"।

জ্যোৎস্না। কেন ছেলেপুলে হলে ষষ্ঠীপূজা হয় কখন শোনেন নি?

রূপেন। খুব শুনেছি, নিজেরেই ২১ দিনে যখন ষষ্ঠীপূজা হয় তখন থেকে শুনে আসছি।

জ্যোৎস্না। (হাসিয়া) আপনার জীবনের ২১ দিনের কথাও মনে আছে দেখছি।

রূপেন। তা দেশে দেশে মহাকবি যদি চার বছর বয়সে কবিতা লিখতে পারেন, আমি কি আর ষষ্ঠীপূজা মনে রাখতে পারিনে।

জ্যোৎস্না। টিকি ধরে না হলে কথা কন না দেখছি।

[হঠাৎ drawerএর উপর একখানি খোলা চিঠি দেখিয়া হাতে তুলিয়া লইলেন]

এ যে ছায়ার হাতের লেখা—আপনার এ চিঠিখানা পড়তে পারি কি?

রূপেন। না পড়লেই—

জ্যোৎস্না। ভাল হতো—তবে তো আগে পড়ব।

(পড়িলেন) প্রিয় রূপেনবাবু—ক্ষমা করবেন, আপনি লিখিবার আগে আমি আপনাকে চিঠি লিখছি বলে। সেদিন phoneএ কথা কয়ে চলে গেলেন কোথায় তা

জেনেছি। হতে পারে জ্যোৎস্না আপনার হৃদয় আলো করেছে কিন্তু জ্যোৎস্না ক্ষণিকের নয় কি? তা বলে একটী শিক্ষিতা মহিলা আপনার কাছে common courtrsey আশা করে এটা মনে রাখবেন। আপনার সময় মূল্যবান কিন্তু আমার সময় ত কিছু কম মূল্যবান নয়। আত্মাভিমান নাই ধরলুম আমাদেরও আত্মসম্মান আছে—রূঢ় হয়ে থাকি মাপ কর্ব্বেন—যখন মন চঞ্চল, তখন কলম আঙ্গুলের বাধা মানে না। ইতি—

শ্রীছায়া দেবী।

রূপেন। তুমি চিঠিখানা দেখে ফেল্লে ভালই হোল এর জবাব দোব, না দোব না?

জ্যোৎস্না। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? চিঠি আপনার, লিখেছে আপনাকে, ইচ্ছে হয় জবাব দেবেন, না ইচ্ছে হয় না দেবেন।

রূপেন। না হয় আমাকে একটু পরামর্শ দিয়ে উপকার কল্লে।

জ্যোৎস্না। আমার বিষয় লেখবার ওর কি অধিকার?

রূপেন; স্বাধীনতা!

জ্যোৎস্না। চাইনা অমন স্বাধীনতা, স্বাধীনতা!

রূপেন। তুমিও তো স্বাধীনতার পক্ষপাতী, বিবাহিতা নারীরও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলছিলে।

জ্যোৎস্না। বলে থাকি, অন্যায় করেছি—খ্যাংরা মারি অমন স্বাধীনতার মুখে, আমি চল্লুম—আমি আজই "নারী-প্রগতি" সভার member থেকে resign দোব।

রূপেন। (উঠিয়া) রাগ কচ্ছ কেন? আমার কি দোষ?

জ্যোৎস্না। দোষ—আপনার সম্পূর্ণ দোষ—আপনি যাকে তাকে বাড়িতে allow করেন কেন? দরওয়ানকে strict হুকুম দিতে পারেন যে No admittance for young ladies.

রূপেন। তাহলে তুমি যে বাদ পড়বে।

জ্যোৎস্না। আমি আসতে চাই না—আমি আসতে চাই না (চোখে জল) আমি আর আসব না।

রূপেন। (শশব্যস্ত হইয়া) আমি ক্ষমা চাইছি, রাগ কর না, আমি চিঠির কোন জবাব দোব না।

জ্যোৎস্না। না জবাব দিতে হবে—আপনি লিখুন, আমার সামনে, লিখে পাঠিয়ে দিন আমি dictate করব, বলুন।

[রূপেন tableএ বসিলেন, জ্যোৎস্না দাঁড়াইয়া dictate করিতে লাগিলেন]

প্রিয় ছায়া দেবী—

আপনি ভুল বুঝেছেন—আমি Mr. Royর কাছে গেছলুম, জ্যোৎস্নার কাছে নয়। তাকে আমি মোটেই ভালবাসি না।

রূপেন। আমি মিছে কথা লিখতে পার্ব্বো না।

জ্যোৎস্না। কি মিছে কথা?

রূপেন। "যে জ্যোৎস্নাকে আমি ভালবাসি না।"

জ্যোৎস্না। ইস্— তবে লিখুন "জ্যোৎস্নাকে বড্ড ভালবাসি।"

রূপেন। তাই বা তাকে জানাবার দরকার কি?

জ্যোৎস্না। ওঃ—ইচ্ছা নয় সেটা মুখ ফুটে বলা—
অপমানের কথা কিনা!

রূপেন। তা নয়, তবে একটী যুবতীকে বলা যে আমি
আর একজনকে ভালবাসি—ettiquete বিরুদ্ধ।

জ্যোৎস্না। হোক ettiquete বিরুদ্ধ---আমি যা বলব তা
লিখে যেতে হবে।

রূপেন। তথাস্তু।

জ্যোৎস্না। (Dictate) জ্যোৎস্নাকে আমি ভালবাসি এটা
সত্য হলেও যায় আসে না—আপনার উপর আমার
শ্রদ্ধা + আর কিছু—যা ব্যক্ত করবার আমার শক্তি
নেই, ভাষা নেই।

রূপেন। এত মিথ্যে কথা অম্লানবদনে লিখতে পারব না।

জ্যোৎস্না। লিখতে হবে—যখন আমি বলছি—তা সত্যই
হোক, আর মিথ্যেই হোক।

রূপেন। বলে যাও।

জ্যোৎস্না। কষ্টিপাথরে না ঘসলে সোণা কি গিল্‌টি টের
পাওয়া যায় না—আপনাকে সেদিন দশ মিনিটে বিদেয়

দিয়েছি বলে যে মহাপাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আগামী বৃহস্পতিবার ভোর ছয়টা থেকে শুক্রবার ছয়টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টা আপনার জন্য allot করলাম—যদি নির্দ্দয় না হন, যখন ইচ্ছা আসবেন। ইতি—

রূপেন। আমি বলি, এ লাইনটা কেটে দি।

জ্যোৎস্না। কোন লাইনটা?

রূপেন। "কষ্টিপাথরে না ঘসলে সোনা কি গিল্‌টি টের পাওয়া যায় না," এর ভাবটা কেমন যেন—

জ্যোৎস্না। না ওটা রাখতেই হবে—ঐতেই সে ভাবে বিভোর হয়ে মরবে!

রূপেন। যা বল, আমি নাচার—লিখছি।

[রূপেন লিখিয়া দরওয়ানকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, "চিঠি ডাক মে ছোড়"]

পট পতন।

———0———

তৃতীয় দৃশ্য।

সময়—সন্ধ্যার পর।

[রাস্তা—একটী দ্বিতল বাটীর খড়খড়ি খোলা, ইলেকট্রিক আলোয় পরিপূর্ণ—একটী যুবতী হারমোনিয়ম সংযোগে গান গাহিতেছিল]

গীত

আজ সবার রঙে রঙ্ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়,
তোমার রঙীন উত্তরিয়,
পরো পরো পরো তবে।
মেঘ রঙে রঙ্ বোনা,
আজ রশ্মির রঙ্ সোণা,
আজ আলোর রঙ্ যে বাজলো পাখীর রবে॥
আজ রঙ্-সাগরের তুফান উঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে
তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।
সেই রাতের স্বপন-ভাঙ্গা
আমার হৃদয় হোক না রাঙ্গা
তোমার রঙেরি গৌরবে॥

[মাণিক মাতাল অবস্থায় যাইতেছিল—ফুটপাথে দাঁড়াইয়া আকর্ণ হইয়া গান শুনিল]

মাণিক। "সবার রঙে রঙ্ মিশাতে হবে" বাঃ বেড়ে গান, আমিও রঙে আছি বাবা, তবে কিনা!

[পরে গাহিল]

গীত

ঐ ঐ ঐ পালায় পর্দ্দা ঘোম্‌টা।
ঘরে ঘরে বাজে ঠুংরী, টপ্পা, খেম্‌টা॥
গেল গেল গেল বেশ্যার পেশা,
ঘরে ঘরে হল বাবুইয়ের বাসা।
মদন ভাঙ্গলে শিবের নেশা,
তাই ভস্ম হল দেহটা॥
(কাঁদিয়া) রতির কান্নায় বেঁচে মদন,
বলে আর যাব না বেশ্যার সদন।
এবার ঘরে বসে শুকদেব সেজে,
চলবে ছুশো মজা লোটা॥

চতুর্থ দৃশ্য।

Mr. Royএর বাটী।

(Mr. Roy ও ছায়া)

Mr. Roy. Air mailএ হেমেনের জবাব পেয়েছি—তারও ওই মত।

ছায়া। হবেই তো—রূপেনবাবুর তো কোন University education নেই।

Roy. ছেলে তো rabbid হয়ে লিখেছে—যে কোন মতেই জ্যোৎস্নাকে রূপেনের হাতে দেওয়া যেতে পারে না।

ছায়া। তিনি Oxfordএ education পাচ্ছেন—তিনি কি বলে মূর্খের হাতে বোনকে সঁপে দিতে বলবেন।

Roy. রূপেন ছেলেটী অন্য দিক দিয়ে খুব desirable, চেহারা অমন সুন্দর প্রায় দেখা যায় না—তার উপর বিষয় আসয় খুব যথেষ্ট তবে—আচ্ছা শুনিছি ছেলেটী নাকি খুব cultured well informed, তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান?

ছায়া। একদিন জ্যোৎস্না আমাকে তাঁর কাছে introduce করে দেছল—জ্যোৎস্না ও আমার সঙ্গে যে রকম কথা কইলে, মনে হ'ল কেমন একটা গ্রাম্য ভাব।

Roy. হাঁ polished societyতে তেমন মেশে না—দেখ তোমাকে একটা request আমার।

ছায়া। Request বলবেন না—বলুন command.

Roy. (উচ্চ হাসিলেন) হেমেন novemberএ বিলেত থেকে আসছে। এ কমাস একটু জ্যোৎস্নার উপর বিশেষ নজর রাখবে। বেশী মেশামিশি—

ছায়া। মনে হয়, যারা স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার অর্থ বোঝে না, তারা স্ত্রীলোকের মর্য্যাদারও মূল্য বোঝে না।

Roy. ঠিক ঠিক quite true—দেখ যদি মনে কর যে রূপেন স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা বোঝে না, তা হলে আমি বলব—যে দুজনায়—দেখা সাক্ষাৎ একদম বন্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ছায়া। যা দাঁড়াচ্ছে তাতে ওই রকম কিছু করাই মনে হয় ভাল, তবে—

Roy. (উত্তেজিতভাবে) এতে "তবে" নেই, ওদের দুজনার দেখা শুনা একেবারে বন্ধ করা দরকার—এখনি সে college থেকে আসবে, এলেই তাকে আমি directly বারণ করে দেব।

ছায়া। আমার সামনে কিছু বলবেন না, সে মনে কর্ত্তে পারে, আপনার এ হুকুমের ভিতর আমার হাত আছে।

Roy. তা কেন? আচ্ছা, তবে এক কাজ কর, আমি এখনি একবার ভবানীপুর যাব—সে এলে তুমি তাকে

আমার এই হুকুম জানিয়ে দিও, আর আমার এই হুকুম শুনে তার ভাব আর উত্তর আমায় জানিও।

ছায়া। আমার মনে হয়, আপনি নিজে বল্লেই ভাল হতো।

Roy. না—না—তোমরা এক সঙ্গে বসো, দাঁড়াও, তুমিই বোলো—you can't expect an old man like me to see through the heart of a young girl

[ছায়া একটু মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন]

তুমি ওর মনের ভাব বুঝে গুছিয়ে বলতে পারবে ?

ছায়া। মনের ভাব বুঝতে কি আর বাকি আছে ?

Roy. মন কতদূর—কতদূর গেছে—How far—How far !

ছায়া। যতদূর মন যেতে চায়।

Roy. Ah my God (tableএ ঘুসি মারিয়া) তাকে বলে দিও—thus far and no further, খালি collegeএ যাবে, তা ছাড়া বাড়ির চৌকাটের বাইরে যাবে না।

ছায়া। আপনি অতটা hard হবেন না ?

[জ্যোৎস্নার প্রবেশ, হাতে খাতা ও পুস্তক সঙ্গে মাণিকের কন্যা চিত্রা]

জ্যোৎস্না। কাকাবাবু—ছায়াদি এখানে এসেছে? (ছায়াকে দেখিয়া) এই যে, এই মেয়েটী তোমাকে খুঁজছে।

চিত্রা। এই যে পিসীমা, নমস্কার।

ছায়া। চিত্রা তুমি এখানে কেমন করে?

চিত্রা। তুমি বারণ করেছিলে—তাই বাবার এঁটো পাতে ভাত খাইনে বলে মা বাবাকে লাগিয়ে দিলে—আর বাবা বল্লে "দেশের লোক" রেষ্টুরাঁতে সত্যিজাতের এঁটো চা খাচ্ছে—ডিম, চপ খাচ্ছে, তা বন্ধ করতে পারে না, আর তুই বাপের পাতে খাবি না—"মুখপুড়ী' এই বলে আমার গালে ধাঁ করে চড় মাল্লে, গাল ফুলে গেছে।

ছায়া। আহা দেখি (গালে হাত বুলাইয়া দিলেন)

চিত্রা। আমিও বাড়ি থেকে রাগ করে চলে আসছিনু, দেখি আপনি এ বাড়িতে ঢুকলেন—তা দরওয়ান আমাকে ঢুকতে দিলে না, অনেকক্ষণ পর এই ইনি (জ্যোৎস্নাকে দেখাইয়া) আমাকে নিয়ে এলেন. আমি বল্লুম আমার পিসীমা ছায়া দেবী এই বাড়িতে গেছেন।

জ্যোৎস্না। মেয়েটীর বেশ বুদ্ধি তো, তা তোমার বাবা মেরেছেন তা দুঃখ কি! বাবা, মা—মারবেন না তো কে মারবে? বসো, এর পর বাড়ি যেয়ো ওখন।

[চিত্রা বলিল]

Roy. এটি কাদের মেয়ে ছায়া?

ছায়া। ওর বাপ একটি বিচিত্র ব্যক্তি, সেকাল আর একাল দুই তাতে পাবেন—যেন east আর west এক সঙ্গে meet করেছে।

Roy. বটে peculiar লোক তো, যদি পার তো আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিও।

ছায়া। এই আপনাদের পাড়াতেই থাকেন।

Roy. তোমরা চা, tiffin খাও, মেয়েটিকেও দাও। আমি বেরুচ্ছি, আমার আসতে একটু দেরী হতে পারে।

জ্যোৎস্না। যে আজ্ঞে।

[Royএর প্রস্থান]

[তিনজনে টেবিলে বসিল, বেয়ারা তিন কাপ চা, খাবার রাখিয়া গেল]

চিত্রা। আমি টেবিল চেয়ারে বসে এ রকম কখন খাইনি।

জ্যোৎস্না। * কখন না?

চিত্রা। একবার আমাদের স্কুলের মাষ্টার দিদিমণির "বিদায়-ভোজ" হয়েছিল, তাতে চেয়ারে বসে চা খেতে গিয়ে, কাপ হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলি, তার জন্য ।/০ আনা পয়সা জরিমানা দি,, মাও মেরেছিল, যদি আপনাদের কাপ ভেঙ্গে ফেলি?

জ্যোৎস্না। আমরা কাপ ভাঙ্গলে পয়সা নিই না, তুমি ভাল করে খাও—(ছায়ার প্রতি) কতক্ষণ এসেছ?

ছায়া। আধ ঘণ্টা হবে—তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলুম।

জ্যোৎস্না। এত কিসের গল্প? আর বুড়ো মানুষের সঙ্গে গল্প না করে ততক্ষণ কোন young manএর সঙ্গে রসালাপ করলে মূল্যবান সময়টা ভালভাবেই কাটত।

ছায়া। আমরা শিক্ষিতা মহিলা যে সে young manএর সঙ্গে রসলাপ করি!! What do you mean by রসালাপ? আমি এটা অপমান মনে করি।

[খাওয়া বন্ধ]

জ্যোৎস্না। তোমার সঙ্গে যে দেখছি ঠাট্টা করবার যো নেই।

ছায়া। তুমি আমার মনের ভাব যথেষ্ট জানো—আমি পুরুষ জাতটাকেই ঘৃণা করি, কাজেই ও সব ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না!

জ্যোৎস্না। আমার কিন্তু পুরুষ জাতটাকেই বড্ড ভাল লাগে।

ছায়া। কতদিন?

জ্যোৎস্না। যতদিন রূপেনবাবুকে দেখেছি।

ছায়া। আমি আগেই বুঝেছি—তবে তুমি যে এত ঠোঁট কাটা হয়েছ তা জান্তেম না, আচ্ছা রূপেনবাবুকে দেখতে কি খুব সুন্দর?

জ্যোৎস্না। কেন, তুমি তাঁকে দেখনি?

ছায়া। কই আর দেখালে? বলেছিলে একদিন আমাকে introduce করে দেবে—তা দিলে কই? কেন হিংসে আজ তা বুঝতে পারলুম। তা দেখ হিংসের কোন কারণ নেই, কেন না তোমার মত আমি রূপেনবাবুকে দেখে অমন এলিয়ে পড়ব না—আমি "নারী-প্রগতি" সভার secretary

জ্যোৎস্না। আমার নাম কেটে দিও "নারী-প্রগতি" সভার মেম্বর থেকে।

ছায়া। তুমি না বল্লেও আমি কেটে দিতুম। যে মহিলা সুপুরুষ দেখলেই অত সহজে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, "নারী-প্রগতি" সে মহিলার জন্য নয়।

চিত্রা। রূপেনবাবু কে? (জ্যোৎস্নার প্রতি) যিনি আপনাদের বাড়ি প্রায় আসেন, বং ফরসা?

ছায়া। ওঁকে জিজ্ঞেস কর—উনি তাঁকে খুব চেনেন, আমি চিনি না।

চিত্রা। কেন? আপনিও ত তাঁকে চেনেন।

ছায়া। আমি!

চিত্রা। হাঁ, আমি সেদিন স্কুল থেকে আসছিলাম, আর তাঁর মোটরে তাঁর পাশে বসে আপনি।

ছায়া। (হাসিয়া) কাকে দেখতে কাকে দেখেছ, মোটর যে সাঁ করে ছুটে চলে যায় তাতে কি মানুষ চেনা যায়, এ পুঁটকে মেয়ে ত খুব!

চিত্রা। পুঁটকে মেয়ে বৈকী! আমি কতদিন তোমাকে এ বাড়িতে আসতে দেখেছি। আবার রূপেনবাবুকেও আসতে দেখেছি। আমি দুজনকেই খুব ভাল চিনি।

জ্যোৎস্না। চিত্রা, বাচালতা করনা বলছি, উনি এম, এ, পাশ, "নারী-প্রগতি" সভার সেক্রেটারী—উনি যেমন পুরুষকে ঘৃণা করেন, তেমনি মিছা কথাও ঘৃণা করেন—উনি যখন বলছেন "না", তখন তুমি বল "যে আমি আপনাকে ও রূপেনবাবুকে একত্রে মোটরে দেখি নি"।

ছায়া। জ্যোৎস্না—তোমার এ ব্যঙ্গ আমার সহ্য হয় না, বরং রূপেনবাবুকে জিজ্ঞেস করো, যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়।

জ্যোৎস্না। রূপেনবাবুকে জিজ্ঞেস করলে সে কি আর সত্য কথা বলবে; তোমার সঙ্গে মোটরে বেড়িয়েছে, সে কথা কি আমার কাছে স্বীকার করবে?

ছায়া। বোঝো—পুরুষ জাতটা কত মিথ্যাবাদী।

জ্যোৎস্না। আর তুমি হলে বড় সত্যবাদী।

ছায়া। Upon God, আমি রূপেনবাবুকে কখন চক্ষে দেখিনি।

জ্যোৎস্না। এ চক্ষুতে না দেখে থাক, মনের চক্ষুতে দেখেছ - তা দেখ, আমার তাতে যায় আসে না। রূপেনবাবু আমার কে?

ছায়া। রূপেনবাবু যে তোমার কে—তা তোমার কাকাবাবুও জেনেছে।

জ্যোৎস্না। কাকাবাবু!

ছায়া। হ্যাঁ, তোমার কাকাবাবু—তিনি এই বলে গেলেন যে জ্যোৎস্নার যে রকম বাড়াবাড়ি দেখছি, তাতে তার বাড়ির চৌকাট বাহির হওয়া নিষেধ, কলেজ ছাড়া।

জ্যোৎস্না। এ কথা কাকাবাবু নিজ মুখে বলেছেন? আমি বিশ্বাস করি না।

ছায়া। আমায় বলতে বলেছেন তাই বল্লুম—তা না হলে তিনি নিজেই বলতেন।

জ্যোৎস্না। তা হলে তুমিই তাকে লাগিয়েছ।

চিত্রা। আমার মাও বাবাকে ওই রকম লাগায়—তাই তো বাবা মারে।

জ্যোৎস্না। বেশ, কাকাবাবু যা বলেছেন তাই হবে—খাঁচার পাখী হয়ে থাকব। তবে কাল একবার গিয়ে রূপেনবাবুকে বলে আসব, যে আমিও আর আসব না, আর রূপেনবাবুও যেন আমাদের বাড়ি না আসেন।

ছায়া। কাল কখন যাবে?

জ্যোৎস্না। যখন সুবিধা হয়।

ছায়া। কাল তো বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবারে যেতে নেই।

জ্যোৎস্না। এ হিন্দুয়ানী তো তোমার মুখে পূর্ব্বে কখন শুনিনি।

ছায়া। একান্ত যাও, কাল সকালে যেও, বৃহস্পতিবার বারবেলায় যেও না।

জ্যোৎস্না। আমি বারবেলাতেই যাব, যখন ইচ্ছে যাব. কাল ভোরে গিয়ে সমস্ত দিনরাত থেকে পরশু ফিরব, যখন এই শেষ দেখা –

ছায়া। মাপ কবো ভাই, আমাব কোন দোষ নেই— তুমি কালকে কোন মতে যেও না, আমি বরং তোমার কাকাবাবুকে বুঝিয়ে বলি।

জ্যোৎস্না। কাকাবাবুকে আব তোমার বোঝাতে হবে না, আমি কালই গিয়ে রূপেনবাবুব কাছে ইস্তাফা দিয়ে আসব, চিত্রা তুমি গান গাইতে পাব?

চিত্রা। হ্যাঁ।

জ্যোৎস্না। তবে গাও ত, কিছু ভাল লাগছে না।

ছায়া। ভাল লাগবেই না তো, তার উপব আর কাল বৃহস্পতিবাবে যেও না।

জ্যোৎস্না। তোমার অত বৃহস্পতিবারেব জন্য মাথাব্যথা কেন?

চিত্রা। মাও বৃহস্পতিবারে কোথাও যেতে দেয় না।

ছায়া। দেখছো জ্যোৎস্না, সব ঘবে ঘরেই বৃহস্পতিবার মানে।

জ্যোৎস্না। তুমি নিজে মান?

ছায়া। ভয়ঙ্কর রকম।

জ্যোৎস্না। কাল তুমিও তা হলে কোথাও যেও না।

ছায়া। আমায় কাল চার পাঁচটী lady member সভায় নিয়ে বোলপুরে শান্তি-নিকেতনে যেতেই হবে।

চিত্রা। স্কুলের দিদিমণি একখানা গায়—তাই গাইব?

জ্যোৎস্না। গাও।

গীত

চিত্রা। আমি নীল পাখী, আমায় ধরো না ধরো না
আমি নীল আকাশে লুকিয়ে থাকি,
আমায় খাঁচায় রেখ না রেখ না।
আমি চেয়ে থাকি নীল জলদের পানে,
আকুল নয়নে;
পাই যদি প্রেমবিন্দু
এ ধরায় শুধু প্রেমের চাতুরি, প্রাণ লুকোচুরি,
মরু সম প্রেমসিন্ধু।
আমি বিষাদ মাখা গাহিব বিরহ গান,
তাতে নাহি কোন মিলন মধুর তান,
এই গান গাহি অবাধে ত্যজিব প্রাণ,
আমি নীল পাখী, ওগো আমি নীল পাখী,
আমায় ধরো না ধরো না
আমায় বেঁধো না বেঁধো না।

[বাহিরে ভয়ানক গোলমাল, দরওয়ান ও মাণিকের মারামারি করিতে করিতে প্রবেশ]

মাণিক। আমি গানে আমার মেয়ের গলা পেয়েছি—বেটা মেড়ো আমায় আবার বাধা দেয়, জানিস্ ফৌজদারী আদালত আমার ট্যাঁকে।

জ্যোৎস্না। দরওয়ান, যানে দেও—তোম বাহার যাও।

মাণিক। ত্বগী—তুই এখানে, আমি চোপর দিন গরু খোঁজা করছি—আজ তোর পিঠের চামড়া তুলব—নীল পাখীর গান হচ্ছে, চড়িয়ে লাল করে দেব না।

[মারিতে উদ্যত]

জ্যোৎস্না। মারবেন না—মারবেন না। (বাধা প্রদান)

মাণিক। কে, ছোট দিদিমণি, আর এ যে বড় দিদিমণি গঙ্গা যমুনা এক সঙ্গে—সাষ্টাঙ্গ প্রণাম—(ত্বর্গাকে) দাঁড়িয়ে থাক্ ঐ টুলের উপরে।

[ত্বর্গার তথাকরণ]

যা নারীধর্ষণ, নারী হরণের যুগ এসেছে—তোকে যে পেয়েছি এই ঢের।

ছায়া। কেন ওকে দণ্ড দিচ্ছেন—ছেলে মানুষ টুলের উপর কতক্ষণ দাঁড়াবে ?

মাণিক। ওকে সেই যে একটাদিন স্বাধীনতার মন্ত্র ঝেড়েছেন, ব্যস—ধন্যি মন্ত্র আপনার !

জ্যোৎস্না। আপনি বসুন, হাঁপিয়ে গেছেন—আপনার মেয়েটিকে আমার কাছে আসতে দেবেন—আমি ছায়ার মত স্বাধীনতা মানি না।

মাণিক। তা জানি, আপনি জাতে আছেন—উনি জাতের বাহিরে।

ছায়া। কি রকম?

মাণিক। এ বামুন কায়েত জাত নয়, (জ্যোৎস্নাকে) আপনি এখনও স্ত্রীলোক আছেন—উনি পুরুষ হয়েছেন।

ছায়া। আমি পুরুষ—dam you.

মাণিক। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—ঘরে থাকবে, পুরুষ তার কাছে গিয়ে হত্যা দেবে, আর পুরুষের ধর্ম্ম স্ত্রীলোকের পিছু ঘুরে বেড়াবে। ছোটদিদিমণির কাছে রূপেনবাবু আসেন, আর বড়দিদিমণি পুরুষেব মত রূপেনবাবুর পশ্চাদ্ধাবন করেন।

[টুলে দাঁড়াইয়া দুর্গা হাততালি দিল]

ছায়া। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া সক্রোধে) You bloody fool, জ্যোৎস্না তুমি চুপ করে যে, তোমার বাড়িতে বসে একটা মাতাল আমাকে অপমান করছে—আর তোমার কথা নেই—তুমি বোবা—তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ—

[প্রস্থানোদ্যত]

পঞ্চম দৃশ্য।

রাত্রি—৮টা।

[ঢাকুরিয়া লেকের ধার—পার্শ্বে বেঞ্চের উপর দুইটী যুবতী বেলা ও রেকা কথায় লিপ্ত ছিল]

বেলা। আজ বড্ড গরম।

রেকা। বাতাসও দিচ্ছে না।

বেলা। এত হাওয়া বইছে, বাতাস দিচ্ছে না—ভেতরের গরম এত বুঝি?

রেকা। তিনদিন হোষ্টেল থেকে চুপে চুপে পালিয়ে আসছি—কই মিছে আসা।

বেলা। এখানে বসে চুপ করে গল্প করলে কি আর আসবে।

রেকা। আমার ভাই যেচে কারু সঙ্গে কথা কইতে লজ্জা করে।

বেলা। তা হলেই হয়েছে, কাল থেকে তুই আসিস্ নে, তোর এ কাজ নয়।

রেকা। তুমি ত পুরাণ হয়ে গেছ—তুমি আলাপ করিয়ে দিতে পার?

বেলা। দূর্! দুজনে বসে আছি বলে কেউ ঘেঁসছে না আয় দিকি আলাদা আলাদা বেড়াই।

রেকা। আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে, আমি আর বেড়াতে পারব না—আমি হোষ্টেলে ফিরে যাই, রাত হয়ে যাচ্ছে।

বেলা। হোষ্টেলে আধখানা মন আর এখানে আধখানা করলে কি হবে—হোষ্টেল ভুলে যা, যত রাত্তই হোক্।

রেকা। হোক।

বেলা। দেখনা, একটা মতলব করছি।

[সামনে দিয়া চোরা চাহনি মারিতে মারিতে যুবক, কেহ একা, কেহ যুগলে—চলিয়া যাইতে লাগিল]

জনৈক যুবক যাইতে যাইতে—আপনারা ঘাসের উপর পা দিয়ে বসবেন না—কাল এখানে একটা সাপ দেখা গিয়াছিল।

[বেলা ও রেকা লাফাইয়া দাঁড়াইল]

বেলা। ওহো—আমার পায়ে কি কামড়ে দিলে।

যুবক। এ্যাঁ, এ্যাঁ, বসে পড়ুন (বেঞ্চে বসিল) (torch লইয়া পা দেখিল) এই যে ankleএর উপর কামড়েচে, দাঁতের দাগও দুটো, (রুমাল বাহির করিয়া) আমি একটা শক্ত করে বাঁধন দিয়ে দি—আপনি সাড়ীটা একটু তুলুন, বিপদে লজ্জা কি? (বাঁধিতে বাঁধিতে) লাগছে, লাগছে? লাগলেই বলবেন, (বেলা—উহুঃ, উহুঃ) কি কর্ব্ব—একটু শক্ত বাঁধন দিতে হবে। (হাঁটুর উপর সাড়ী উঠিল, ligature just হাঁটুর উপর দিল)।

[আর একটি যুবক উপস্থিত]

২য় যুবক। কি, কি—what is the matter?

রেকা। এঁকে সাপে—

২য় যুবক। কামড়েছে—Ah God—দেখি দেখি (প্রথম যুবককে সরাইয়া) আর একটা বাঁধন দরকার, বিষ উপরে উঠতে পারে (রুমাল বাহির করিয়া দ্বিতীয় বাঁধন দিল)।

রেকা। আমার কি রকম বুক ধড় ফড় করছে, আপনারা ওকে বাঁচান।

২য় যুবক। চলুন (ধরিয়া) আপনি ওই বেঞ্চে বসুন (রেবাকে ধরিয়া অন্য নিকটস্থ বেঞ্চে বসাইয়া) nervous হবেন না!

[তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম যুবকের প্রবেশ]

২য় যুবক। এই ladyর পায়ে সাপে কামড়েছে, দয়া করে যদি একটু Carbolic acid আনতে পারেন।

। কোথা পাওয়া যাবে?

৫ম যুবক। এই যে Lake Marketএর সামনে, তেতলার নীচে Popular Pharmacy.

১ম যুবক। পারেন তো কারুর একখানা বাইক কি মোটর বাইক নিয়ে যান, দেরী করলে সর্ব্বনাশ।

২য় যুবক। পারেন তো খানিকটা ice আনবেন—এই ladyটী এই দেখে faint হয়ে গেছেন।

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম যুবক। চল, চল, তিনজনেই যাওয়া যাক।

[২য় যুবক নিজের পাঞ্জাবি খুলিয়া রেকাকে বাতাস করিতে লাগিলেন]

১ম যুবক। গাটা কি ঝিম্ ঝিম্ করছে ?

বেলা। হ্যাঁ।

১ম যুবক। জ্বল্‌ছে ?

বেলা। হ্যাঁ।

১ম যুবক। আমি চিমটী কাটছি, টের পাচ্ছেন ?

বেলা। না—জোরে কাটুন।

১ম যুবক। (তথাকরণ) লাগছে ?

বেলা। একটু।

১ম যুবক। ভয় খাবেন না, এখনি Carbolic acid এসে পড়বে (মাথায় হাত দিয়া) আপনার বড় ঘাম হচ্ছে, (২য় যুবকের প্রতি) আপনি একবার এঁকে হাওয়া করুন—আমি হাঁপিয়ে পড়েছি, আমি ততক্ষণ ওঁকে দেখি।

[দুই যুবক চাকরী অদল বদল করিলেন। ২য় যুবকের রুমাল না থাকায়, কাপড়ের কোঁচা দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন এবং বাতাস করিতে করিতে]

২য় যুবক। একটু যাতনা কম হচ্চে ?

বেলা। একটু যেন।

২য় যুবক। সাপ ঠিক টের পেলেন ?

বেলা। কামড়ালে কিসে, কি জানি।

২য় যুবক। ঠাণ্ডা বোধ হয়েছিল কামড়াবার সময়?

বেলা। আপনি কপালে হাত বুলিয়ে দিন—যাতনাটা যেন কম মনে হচ্ছে।

২য় যুবক। Heaven forbid সাপ নাই হোক—অন্য কোন কীট যেন হয়।

১ম যুবক। (রেকার মুখে হাত বুলাইয়া) একটু সুস্থ বোধ হচ্ছে?

রেকা। আগেকার চেয়ে—আপনি বুকটা একটু চেপে ধরুন, বড্ড ধড় ফড় করছে।

১ম যুবক। (তথাকরণ)

[৩য়, ৪র্থ ৫ম যুবক carbolic acid ও বরফ লইয়া পৌঁছিলেন]

এই নিন্—এখন কেমন?

৩য় যুবক। কোন্ খান্টা?

২য় যুবক। (Torch দিয়া) এইখান্টা।

৩য় যুবক। কই দাগ তো দেখতে পাচ্ছি না (তুলা acidএ ভিজাইয়া) হাঁ দাগ দেখেছি, ভাল করে torch ধরুন।

বেলা। বড় জ্বলবে—দেবেন না।

৩য় যুবক। জ্বলবে না, ভয় খাবেন না—আর জীবনের জন্য যদি একটু জ্বলেই।

৪র্থ যুবক। (Ice রুমালে গুড়াইয়া) এই নিন্ ice দিন্।

[রেকার মাথায় কপালে ice দিলেন]

৫ম যুবক। আমি বরং phone করে দি—ambulanceএর জন্য।

১ম ও ২য় যুবক। না, না—এখন নড়লেই বিষ উঠে পড়বে।

[তিনজন ladyর প্রবেশ]

১ম, ২য় ও ৩য় স্ত্রী। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

৫ম যুবক। Snake bite case.

১ম যুবক। আর ইনি সেই দেখে faint হয়ে গেছেন।

১ম স্ত্রী। তা এত ভিড় করছেন কেন? সাপ দেখেছেন?

২য় যুবক। না।

২য় স্ত্রী। পোকা হতে পারে।

৩য় স্ত্রী। পিপড়ে হতে পারে।

২য় যুবক। কাল এখানে একটা সাপ বেরিয়েছিল।

১ম স্ত্রী। সেই শুনে স্বপন দেখেছে—সাপ কামড়েছে।

২য় স্ত্রী। সাপ এখানে বসে আছে, এমন পরিষ্কার জায়গা।

৩য় স্ত্রী। সাপের তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—তাই এখানে আসবে কামড়াতে।

১ম স্ত্রী। Much ado about nothing.

২য় স্ত্রী। Tempest in a teapot.

৩য় স্ত্রী। Mountain of a mole hill.

স্ত্রী-সকলে। চলো চলে, মিথ্যে একটা fun করেছে, ওঁদের

ছুজনকে থাকতে দিন আস্থন (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম যুবকগণকে) একটু boat tripএ—

[স্ত্রী তিনজন ও ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম যুবকগণ চলিয়া গেল]

(এখান হইতে একটী দৃশ্যে, ছুইটী পাশাপাশি দেখান হইবে)

১ম যুবক। (রেকাকে) বুক ধড়ফড় কি একটু কমলো ?

রেকা। হাঁ অনেকটা—আপনাকে ধন্যবাদ।

১ম যুবক। ধন্যবাদ চাই না, আপনার এই কোমল অঙ্গ স্পর্শই আমার পুরস্কার।

রেকা। আমি কোমল !

১ম যুবক। আপনি কুস্থমের চেয়েও কোমল।

রেকা। তা হলে আর পয়সা দিয়ে ফুল কিনবেন না, রোজ সন্ধ্যার পর এসে স্পর্শ করলেই—

১ম যুবক। এত সৌভাগ্য আমার !

রেকা। আমারও কি নয় ?

[১ম যুবক রেকার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন]

রেকা। ওরা ওখানে দেখতে পাবে।

১ম যুবক। ওদেরও ওই ! (রেকা হাসিলেন)

[চুম্বন]

২য় যুবক। এখন কেমন বুঝছেন?

বেলা। যাতনা চলে গেছে, carbolic acid খুব উপকার করেছে, many thanks আপনি আজ আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচালেন।

২য় যুবক। আমি বাঁচালেম, ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন—আমি উপলক্ষ মাত্র।

বেলা। না, আপনিই বাঁচিয়েছেন—ঈশ্বর আবার কে? আপনার এ উপকারের আমি কি প্রতিদান দোব।

২য় যুবক। দাতা কি না দিতে পারে?

[২য় যুবক বেলার মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন]

বেলা। ওরা ওখানে দেখতে পাবে।

২য় যুবক। ওদেরও ওই! (বেলা হাসিলেন)

[চুম্বন]

———০———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রূপেন্দ্রর কক্ষ—বৃহস্পতিবার।

সামনে ক্লক—তাহাতে পাঁচটা বাজিয়াছে।

[বেয়ারা কতকগুলি ফুল আনিয়া দিল। রূপেন সেগুলি ফুলদানে সাজাইতে লাগিলেন—হঠাৎ পিছন ফিরিয়া দেখেন জ্যোৎস্না]

রূপেন। (চমকিয়া) কোনদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকলে?

জ্যোৎস্না। চুপিচুপি পেছনের দোর খুলে এলুম—দেখতে ছায়ার সঙ্গে কি রকম আলাপ হচ্ছে।

রূপেন। দেখলে কি রকম আলাপ করছি।

জ্যোৎস্না। আপনার ছায়া আজ আসবে না?

রূপেন। আমার ছায়া কি রকম?

জ্যোৎস্না। হাঁ, তোমার—এক সঙ্গে মোটরে করে বেড়ান হয়েছে, আর তোমার নয়!

রূপেন। তুমি তো আমাকে বিষম গোলে ফেল্লে দেখছি, আমায় জেরা করে কথা নেবে—তারপর ছায়াকে জেরা করবে, তারপর আবার আমাকে জেরা—এতে প্রাণ বাঁচে কি করে?

জ্যোৎস্না। প্রাণ ওইতেই আরো বাঁচে—তবে ছায়া আজ আসবে না।

রূপেন। কেন? কেন? তুমি—তাকে কিছু বলেছ বুঝি!
জ্যোৎস্না। আমার ভারি গরজ—তাই তাকে বলতে যাব।

[ফুলদান হইতে একটা গোলাপ সুঁখিতে সুঁখিতে]

আমি চল্লুম।
রূপেন। কি রকম!
জ্যোৎস্না। কি রকম আর কি—ছায়ার প্রতীক্ষায় রয়েছ—আমার না থাকাই ভাল (আমি চল্লুম)
রূপেন। এই যে বল্লে যে ছায়া আজ আসবে না।
জ্যোৎস্না। বল্লে- সে আজ ভোরে বোলপুর যাবে।
রূপেন। গেছে নাকি?
জ্যোৎস্না। তা আমি কি জানি—আপনার কি মনে হয়?
রূপেন। আমি কি করে জানব? আমি কি হাত গুন্‌বো?
জ্যোৎস্না। এতে হাত গুন্‌তে হয় না—বড্ড গুমোর হয় যে স্ত্রীচরিত্র আমি ভারি বুঝি—আর এই ছোট্ট কথাটী বুদ্ধিতে এল না—ওটা আমার চোখে ধূলা দেওয়া, বোলপুর কেন—এই মধুপুরে অসবার জন্য বেরুল বলে—ভয় নেই।
রূপেন। তুমিই তো dictate করে চিঠি লেখালে—আমি কি নিজে তাকে নেমতন্ন করিছি?
জ্যোৎস্না। আমি dictate করিছি, সই করি নি—যে সই করেছে, তার মনের কথা হলো চিঠি।

রূপেন। আমার মনের কথা, তুমি যা ইচ্ছে বলতে পার।

জ্যোৎস্না। যা ইচ্ছা বলবার আমার অধিকার আছে—আছে তো, না নেই, বলুন—বলুন।

রূপেন। আমি কথায় তোমার কাছে পার্ব্ব না, তুমি ভারি দুষ্টু।

জ্যোৎস্না। দুষ্টু লোকের এখানে না থাকাই ভাল, তবে চল্লুম।

রূপেন। এত শীঘ্র যাবে?

জ্যোৎস্না। যাব বই কি—এই বসলুম, (বসিলেন) মনে করেছেন বুঝি আমি সত্যই চল্লুম—কি বুদ্ধি আপনার!

রূপেন। কিছু মনে করো না, আমি বুঝতে পারি নি।

জ্যোৎস্না। তা বুঝবেন কেমন করে, একজনের দিকে মন পড়ে আছে, তাই ধূলা পায়ে বিদেয় করে দিচ্ছিলে—না থাকাই ভাল, চল্লুম।

রূপেন। না যেও না—আমার শত অপরাধ হয়েছে।

জ্যোৎস্না। না, তবে একটা কথা বলে যাই—আজ আপনার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই শেষ দেখা।

রূপেন। কি বলছ তুমি, ক্ষেপে গেছ নাকি?

জ্যোৎস্না। না ক্ষেপি নি—কাকাবাবুর হুকুম।

রূপেন। কাকাবাবুর!

জ্যোৎস্না। হাঁ, তবে কাকাবাবু নিজ মুখে বলেন নি—ছায়ার মুখে বলিয়েছেন—কারণ আপনার ছায়া ফোড়ন দিয়েছেন।

রূপেন। ছায়া ফোড়ন দিয়েছে, আমার তা বিশ্বাস হয় না।

জ্যোৎস্না। তা তো হবেই না, উচ্চ শিক্ষিতা যুবতী—তার সাত খুন মাপ—তাই এসেছি, ছায়াও আসছে, তাকে বদলি দিয়ে চলে যাব, আর এ মুখ দেখাবো না।

রূপেন। তুমি কি যে বলছ—আমি বুঝতে পারছি না—তুমি আমাকে পাগল করো না।

[জ্যোৎস্নাকে লইয়া sofaয়, বামে বসাইলেন]

জ্যোৎস্না। আমিই পাগল হয়ে যাবো, কাকার অবাধ্য হতে পার্ব্ব না, তোমায় ছায়াকে দিয়ে চল্লুম—আর আসব না।

রূপেন। (রুদ্ধ আবেগে) জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্না, কার জন্য এ জীবন জাননা কি ?

জ্যোৎস্না। জানি।

রূপেন। তবে ?

জ্যোৎস্না। কাকাবাবুর নিষেধ।

রূপেন! আমি কাকাবাবুর পায়ে ধরব—তাতেও যদি বিবাহে সম্মতি না দেন গোপনে তোমাকে বিবাহ কর্ব্ব।

(নেপথ্যে) হুজুর --

[দুইজনে বিভিন্ন chairএ বসিল দরওয়ানের প্রবেশ এবং card প্রদান]

রূপেন। ছায়া এসেছে।

জ্যোৎস্না। (দরওয়ানকে) যাও, আনে বলো—আমি চল্লুম, ওকে দেখলে আমি রাগ সামলাতে পার্ব্ব না।

রূপেন। না—না—তুমি যেও না—তুমি পাশের ঘরে থাক, আড়াল থেকে দেখ আমি কি করি, যে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছে, তাকে শাস্তি দোবই।

[জ্যোৎস্নাব পার্শ্বেব কক্ষে গমন ছাযা ও দবওযানেব প্র:বেশ]

রূপেন। আসুন—নমস্কার, (দরওয়ানকে) যাও ফটক্ বন্ধ করো, কইকো মাৎ আনে দেও।

[দবওযানের প্রস্থান]

আমার কি সৌভাগ্য—মনে করিছিনু, যে আপনি যে রকম রাগ করেছেন, তাতে এ অধমের নেমন্তন্ন গ্রহণ করবেন না।

ছায়া। আপনার নেমন্তন্ন আমি অগ্রাহ্য করতে পারি ?

রূপেন। কি জানি বলুন, ভয় করছিল (ঘড়ির দিকে তাকাইয়া) আবার যত সন্ধ্যা হয়ে আসছে—ভাবছিলুম আর বুঝি আপনার দয়া হোল না, বিষ্যুৎবারের বারবেলা।

ছায়া। বারবেলা,—pooh ?—আপনি ও সব মানেন নাকি ?

রূপেন। একটু আধটু মানতে হয় বৈকি—আর দেখুন ঠেকে শেখা, একদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় জ্যোৎস্নার বাড়িতে Mr. Roy আমাকে বিশেষ রকম তাচ্ছিল্য করেছিলেন, অপমান বল্লেই চলে—আমার University education নাই বলে।

ছায়া। আপনি এই অপমানের পরও জ্যোৎস্নার জন্য পাগল?

রূপেন। কে বল্লে আপনাকে যে আমি তার জন্য পাগল। যার পয়সা আছে, তাকে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক বিয়ে করতে প্রস্তুত। তবে আপনার মত উচ্চশিক্ষিতা এম, এ, পাশ মহিলার সে ইচ্ছা না হতে পারে, কেন না—আপনারা অর্থের চেয়ে educationটাকে বড় মনে করেন।

ছায়া। তা করি সত্য—কিন্তু আপনার মত culture থাকলে আমাদের সব আপত্তি ভেসে যায়।

রূপেন। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কেন, আমায় পাগল করছেন?

ছায়া। জ্যোৎস্না আজ এসেছিল?

রূপেন। না, সে সকালে দরওয়ান পাঠিয়েছিল যে তার কাকার হঠাৎ কি অসুখ করেছে, তাই আজ আসতে পারবে না।

ছায়া। তা আপনি তো একবার দেখতে যেতে পারতেন?

রূপেন। আপনার জন্যে আকুল আগ্রহে ভোর থেকে বসে আছি, বেরুতে পারি কি?

ছায়া। Thanks আমার সৌভাগ্য, শুনতে পাই আপনি নাকি জ্যোৎস্নার সঙ্গে engaged?

রূপেন। Engaged হওয়াটা কি এতই সস্তা—তবে সেও আসে, আমিও যাই, তাই দেখে আপনি বুঝি সাব্যস্ত করছেন।

ছায়া। না—তা—নয়, তবে জ্যোৎস্নার কথায় মনে হয় সে আপনার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত, আর আপনারও তো তাই!

রূপেন। বলতে পারেন—যদি মিথ্যা সত্য মনে করেন।

ছায়া। আজকের মিথ্যা আবার কাল সত্য হয়। আবার এই তিন চার মাস এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এতে শালীনতার বাইরেও তো গিয়ে থাকতে পারেন—দুজনেই—

রূপেন। সে কথা মান্‌ব কেন? এ যুগে স্ত্রী পুরুষ সংযমী কত? বর্ত্তমান সাহিত্য গলাবাজি করে বল্‌ছে যে যুবক যুবতী একত্রে, এক ঘরে, এক শয্যায় ছয় মাস কাটাচ্ছে—পরস্পরে বন্ধুর মত; আপনি—জ্যোৎস্না, সবই তো এই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ মহিলা।

ছায়া। সেকেলে অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা তো সংযম জানতো না, শিক্ষার ফলই সংযম।

রূপেন। তাই তো বলছি—আগেকার সাহিত্যিকদের ধরুন না। "সধবার একাদশী" দীনবন্ধু মিত্রের—ভাল করে পড়েছেন তো—যখন Englishএ M. A., তখন তো আর বাঙ্গালা সাহিত্য বাদ দেন নি।

ছায়া। দীনবন্ধু আমি পড়ি নি—ওটা বড্ড (মুখে রুমাল দিয়া) অশ্লীল।

রূপেন। তাইত—নিমচাঁদ বলছে "ব্যাটা ভাদ্দর বৌয়ের কাছে শোয় আবার পাশবালিশ আড়াল," যেন এটা এতই অসম্ভব; আজ যদি দীনবন্ধু বেঁচে থাকতো— নূতন editionএ কেটে লিখে দিতো, যে "ভাদ্দর বৌয়ের কাছে শোয় মাঝে পাশবালিশ নেই, আড়াল নেই, অথচ উভয়ে প্রাতে শয্যাত্যাগ করলে যেন এক জোড়া নপুংসক।

ছায়া। (হাসিলেন) আপনার কি Humour.

রূপেন। (হাসিয়া) দেখুন সাধনায় সিদ্ধি, একা থেকে সংযমটা একেবারে এমন সেধেছি যে, বিয়ে করতে একদম নারাজ।

ছায়া। এ আপনার বাড়াবাড়ি।

রূপেন। কিছু না, আপনিই বলুন না এই যে আপনি কত বিদ্যাভ্যাস করেছেন, কঠিন সংযমের মধ্য দিয়ে এতে যৌন ভাবটা, কেমন কেমন মনে হয় না?

ছায়া। ঠিক বলেছেন, তবে একটা দিক, অনাস্বাদিত থেকে যায়।

রূপেন। তাই বা থাকবে কেন? প্রেমিক ও প্রেমিকার বন্ধুত্বে কি একটা অনাবিল তরঙ্গ।

ছায়া। সেই তরঙ্গে বুঝি জ্যোৎস্না ভেসে গেছে?

রূপেন। যাক ভেসে যাক। আমি তাকে চাই না।

ছায়া। রূপেনবাবু আমার মাথা কি রকম করছে (রূপেনের কাঁধে মাথা রাখিল) আপনি কি সুন্দর কথা কন—

রূপেন। তুমি sofaয় মাথা রাখো, আমি অডিকলনের শিশিটা আনি।

[শিশি আনিয়া ছায়ার কপালে ও গণ্ডে দিয়া]

আপনি একটু আরাম করুন, আমি গোটাকতক টাট্‌কা ফুল তুলে আনি, ফুলের গন্ধে আপনার মাথাটা সুস্থ হবে।

ছায়া। না, আপনি যাবেন না। থাকুন। টাট্‌কা ফুল? বলুন, জ্যোৎস্না "বাসি ফুল" ফেলে দিয়েছি, বলুন।

রূপেন। জ্যোৎস্না বাসি ফুল, ফেলে দিয়েছি।

ছায়া। তিনবার বলুন, দিব্বি করুন।

রূপেন। তোমাকে ছুঁয়ে দিব্বি করছি (মুখে মুখ দিয়া) চল ভিতরে চল,

[Mr. Roy. Police Inspector ও মাণিকের হঠাৎ প্রবেশ]

Mr. Roy. জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না, একি ছায়া! তুমি !!

[ছায়া ও রূপেনকে একত্রে দেখিয়া মুখ ফিরাইলেন]

Ah my God !

[হঠাৎ পার্শ্ব কক্ষ হইতে জ্যোৎস্নার প্রবেশ]

জ্যোৎস্না। এই যে কাকাবাবু—আমি ছায়ার সঙ্গে এখানে এসেছিলাম, ছায়ার মাথাটা কি রকম গরম হয়ে গেছে, অডিকলন দিয়েছি কমছে না, তাই smelling salt আনতে গিয়েছিলাম।

[জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি শিশিটা ছায়ার নাকে ধরিল। রূপেন উঠিয়া Mr. Royএর পদধূলি লইলেন। ছায়া সেই অবস্থায় sofaয় মাথা দিয়া রহিল]

Mr. Roy. (সসব্যস্তে ছায়ার নিকটে গিয়া) ছায়া, ছায়া, একটু মাথায় জল দাও, কেন এমন হল ?

জ্যোৎস্না। রূপেনবাবুর libraryর বই দেখতে দেখতে।

মাণিক। যে লেখাপড়া শিখেছেন তাতে যুবার কাছে এলে ওটা হতেই হবে। ও nervous shock.

Inspector. মাণিকবাবু একেবারে নাড়ি ধরে রোগ ঠাউরেছেন।

জ্যোৎস্না। আপনি ছায়ার মুখে আমাকে যে হুকুম দিয়েছেন তা শুনে ছায়াকে বলেছিলেম এসে দেখতে রূপেনবাবুর culture কত ? তাই তিনি তাঁর library আমাদের দেখাচ্ছিলেন।

ছায়া। (ক্ষীণস্বরে) মাথা ফেটে যাচ্ছে।

Mr. Roy. কথা কোওনা, আরও সুস্থ হও (Inspectorএর প্রতি) আপনাকে বৃথা কষ্ট দিয়েছি, কিছু মনে

করবেন না। আমি জ্যোৎস্না ও রূপেনকে দোষী মনে করে অন্যায় করেছি।

Inspector. Good Bye, চন্দ্রম।

মাণিক। রূপেনবাবু আপনি একটু সেবা করুন। তাতে সর্দ্দিও কেটে যাবে, গর্ম্মিও কেটে যাবে।

জ্যোৎস্না। এখন অনেকটা সামলেচে।

[ছায়া উঠিয়া বসিল]

ছায়া। কাকাবাবু।

Mr. Roy. এখনও কথা কোওনা, আর একটু সুস্থ হও।

ছায়া। না, আমার জন্যে ভাববেন না। আগে রূপেনবাবুর কাছে আমার মাপ চাওয়া, ওঁর যা education, তা বিলেতি professorদের ভিতর পাই নি। আর জ্যোৎস্না— আগে মনে করতুম রূপেনবাবু তোমার অযোগ্য, এখন বুঝছি তুমি তাঁর অযোগ্য।

জ্যোৎস্না। এটা বুঝছো, বোধ হয় আজ বৃহস্পতিবারের বারবেলা বলে।

Mr. Roy. রূপেন, I owe you an apology, একদিন তোমার University degree নেই বলে দু'একটা কড়া কথা বলেছিলেম, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

রূপেন। (জোড়হাতে) আপনি কি বলছেন, আপনি আমার পিতা।

[Mr. Roy রূপেনের পিঠ চাপড়াইলেন]

মাণিক। রায় সাহেব, আপনারা Universityর চাপরাশ দেখে বিচার করেন, আমারা কিন্তু হাঁ করলেই মানুষ চিনি; রূপেনবাবু আপাদমস্তক জেণ্ট্‌লম্যান, ভাই-ঝিটিকে ওঁর হাতে সমর্পণ করে দিন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ হবে।

Mr. Roy. মাণিকবাবু, সংসারে আপনার খুব অভিজ্ঞতা রূপেন, জ্যোৎস্না তোমারই।

[Roy চলিয়া গেলেন; জ্যোৎস্না ও রূপেন মাথা হেঁট করিল]

মাণিক। ছোড়দিদিমণি একবার মাথা তুলুন। দুহাত তুলে এই কলির বামুন আশীর্ব্বাদ করচে যেন আমার ব্রাহ্মণীর মত সতী সাবিত্রী হয়ে রূপেনবাবুকে ভোগদখল করে জীবন কাটান; আর বড়দিদিমণি—অধীনের দুটী কথা রাখবেন—

১। এরূপ বন্ধুত্ব করা ছেড়ে দিন।

২। চট্‌ করে বিবাহ করুন, এই রকম মনের মত।

যবনিকা পতন।

গ্রন্থকার প্রণীত অপর পুস্তক।

মোগল পতন—

(পঞ্চাঙ্ক নাটক, ঐতিহাসিক) মূল্য ১৲

বহু অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত।

বরের বাপ (প্রহসন পণ-প্রথার বিরুদ্ধে) ।৹

বহু অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত।

ভদ্রলোক (নভেল) (যন্ত্রস্থ)

প্রায়শ্চিত্ত (পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক) ঐ

সুরেশের পিসী (ছোট গল্প) ঐ

কলির স্বর্গ জয় (প্রহসন) ঐ